তোমরা কি চিন্তা করবে না

রিয়াদ আহমেদ তুষার

উদ্দেশ্য

আলহামদুলিল্লাহ অল্প কিছু পড়াশোনা করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সাধারণ মানুষ যেন সহজে জানতে পারে সেজন্য ২০১৩ সালে প্রথম এই সংকলনটি প্রকাশ করেছিলাম। কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষী এই সংকলনটি আবার ছাপানোর জন্য অনুরোধ জানায়। গত ৮/৯ বৎসরে জ্ঞানের পরিবর্তনের কারণে কিছু সংযোজন ও বিয়োজন করে নতুন করে আবার সংকলনটি ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেই। পূর্বের মত আবার বলছি ছোট এই সঙ্কলনটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বই হিসেবে মনে করার কোন সুযোগ নেই। যে কোন আমল আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হলে তা রাসুলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাহ মোতাবেক হতে হবে। পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে আল্লাহ্‌র নির্দেশে নাবি সা. যা করেছিলেন তাই তাঁর সুন্নাহ। পরিবেশ পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে নাবি সা. -এর সুন্নাহ পালন করতে গিয়ে কুরআন এবং হাদিসে বর্ণিত একটি আদেশ অন্য একটি আদেশের উপর প্রাধান্য পায়। অগ্রাধিকারের উপর ভিত্তি করে কোন আমল কখন করতে হবে তা বোঝার জন্য আমাদেরকে সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। এই সংকলনটি ছাপাতে যারা বিভিন্নভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ্ তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমিন।

রিয়াদ আহমেদ তুষার
কৃষিবিদ ও ব্যারিস্টার
কামালপুর, উপজেলা: মিঠামইন
জেলা: কিশোরগঞ্জ
জুন ২০২১
ইমেইল : tushar442@yahoo.com
ফেসবুক : https://www.facebook.com/tushar.riad

মূল্য ঃ- ৩০/- (ত্রিশ টাকা মাত্র)

সংকলনকারীর অন্য দু'টি বই

১. বধির বোবা? অন্ধ
২. আজমিদের কুরআন পড়া

সূচীপত্র

০১	চিন্তা ও গবেষণা	৫	২৭	রিয়া	৩৭
০২	জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব	৫	২৮	সুদ	৩৮
০৩	কারা হেদায়েত পাবে	৬	২৯	অপরের হক	৩৮
০৪	সিরাতুল মুস্তাকিম	৬	৩০	অন্তরের ব্যাধি	৩৯
০৫	আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন	৭	৩১	জিহ্বার ক্ষতি	৪০
০৬	দ্বীন ইসলাম	৮	৩২	যিনা বা ব্যভিচার	৪১
০৭	ইবাদত	৯	৩৩	কতিপয় ঘৃণিত আচরণ	৪২
০৮	হালাল হারাম	১০	৩৪	অপচয়	৪৩
০৯	রাসুলুল্লাহ মুহাম্মাদ সা.	১১	৩৫	আযাব গজব	৪৪
১০	তকদীর	১৪	৩৬	মানুষের মর্যাদা	৪৬
১১	সর্বোত্তম আমল	১৫	৩৭	অধিকাংশ মানুষের চরিত্র	৪৭
১২	আমলে সালেহ	১৭	৩৮	অন্ধ অনুসরণ	৪৭
১৩	আল্লাহ্ ও রাসুল সা. কে ভালবাসা	১৭	৩৯	অন্যায় কাজে সহায়তা	৪৮
			৪০	আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত	৪৯
১৪	আল কুরআন	১৮	৪১	হতাশ না হওয়া	৫০
১৫	সাহাবা রা.	২০	৪২	সহজীকরণ	৫২
১৬	মুমিন ব্যক্তির বৈশিষ্ট	২১	৪৩	দায়িত্ব ও কর্তব্য	৫৩
১৭	ঐক্যবদ্ধ থাকার গুরুত্ব	২৩	৪৪	জবাবদিহিতা	৫৫
১৮	দুনিয়া ও আখেরাত	২৪	৪৫	ন্যায়বিচার	৫৬
১৯	পরীক্ষা ও ধৈর্য	২৫	৪৬	আলেমগণের করণীয়	৫৭
২০	শয়তান	২৬	৪৭	উত্তম চরিত্র	৫৮
২১	কুফর ও শির্ক	২৭	৪৮	তওবা	৬০
২২	সালাত, সাওম, যাকাত এবং হাজ্জ	৩০	৪৯	আল্লাহ্‌র ক্ষমা	৬১
			৫০	মৃত্যু	৬২
২৩	জিহাদ ও কিতাল	৩২	৫১	সঙ্গী নির্বাচন	৬৩
২৪	অহংকার	৩৪	৫২	আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা	৬৩
২৫	গুনাহ	৩৪	৫৩	দু'আ	৬৪
২৬	মিথ্যা ও মুনাফিক	৩৬			

১. *চিন্তা ও গবেষণা*

১. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "...আপনি বলে দিন, যে অন্ধ ও যে চোখে দেখে তারা কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা করবে না?" *সূরা আনআম, ৬:৫০*

২. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "...বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান।" *সূরা যুমার, ৩৯:০৯*

৩. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, আর নিজেদের কথা ভুলে যাও! অথচ, তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর। তবে কি তোমাদের বুদ্ধিকে কোন কাজে লাগাও না?" *সূরা বাকারাহ্, ২:৪৪*

৪. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "নিঃসন্দেহে আকাশ সমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং দিন ও রাতের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" *সূরা আলে ইমরান, ৩:১৯০*

৫. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "তারা কি কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করে না? এটা যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ থেকে হত, তবে অবশ্যই পরস্পর বিপরীতমুখী কথা দেখতে পেত।" *সূরা নিসা, ৪:৮২*

৬. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর তারা (জাহান্নামীরা) বলবে, যদি আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হতাম না।" *সূরা মুলক, ৬৭:১০*

৭. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "কাজেই যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তার মত যে সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?" *সূরা নাহল, ১৬:১৭*

৮. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর আমরা তো বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে তা দ্বারা তারা শুনে না; তারা গবাদিপশুর মত, বরং তার চেয়েও বেশি বিভ্রান্ত। তারাই হচ্ছে গাফেল।" *সূরা আরাফ, ৭:১৭৯*

২. *জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব*

৯. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "পড়, তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।" *সূরা আলাক, ৯৬:১*

১০. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "...তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ্ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন; আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।" *সূরা মুজাদালা, ৫৮:১১*

১১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "সা." বলেন, "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।" *ইবনে মাজাহ-২২৪*

১২. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "যে ব্যক্তি এমন পথে গমন করে যাতে সে জ্ঞান অর্জন করে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।" *মুসলিম, রিয়াদুস সালেহিন-১৩৮৯*

১৩. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "...অজ্ঞতার ঔষধ হল জিজ্ঞাসা করা।... ।" *আবু দাউদ-৩৩৬*

১৪. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "যে জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা হয়, যদি কেউ সেই জ্ঞান পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির জন্য শিক্ষা করে, তবে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুবাসও পাবে না।" *ইবনে মাজাহ-২৫২*

৩. কারা হেদায়েত পাবে

১৫. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "যারা মনোযোগের সাথে কথা শোনে এবং তার মধ্যে যা উত্তম তা অনুসরণ করে, তাদেরকেই আল্লাহ্ হেদায়েত দান করেন আর তারাই বুদ্ধিমান।" *সুরা যুমার, ৩৯:১৮*

১৬. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "নিশ্চয়ই এতে (কুরআনে) উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার আছে (বিবেচনা করার মত) অন্তর অথবা যে মনোযোগের সাথে শোনে।" *সুরা ক্বাফ, ৫০:৩৭*

১৭. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহে ঈমান আনে না, তাদেরকে আল্লাহ্ হেদায়েত করেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" *সুরা নাহল, ১৬:১০৪*

১৮. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ্ তার অন্তরকে হেদায়েতের পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বজ্ঞ।" *সুরা আত-তাগাবুন, ৬৪:১১*

৪. সিরাতুল মুস্তাকিম

১৯. ইসা (আ.) সিরাতুল মুস্তাকিম সম্পর্কে বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার রব এবং তোমাদের রব। সুতরাং, তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এটাই হল সিরাতুল মুস্তাকিম।" *সুরা আলে ইমরান, ৩:৫১*

২০. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "হে বনী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? আর আমারই ইবাদত কর, এটাই সিরাতুল মুস্তাকিম।" *সুরা ইয়াসীন, ৩৬:৬০-৬১*

২১. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "...এই (কুরআন) তোমার রবের নিকট হতে প্রেরিত সত্য; সুতরাং, তারা যেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন তার প্রতি অনুগত হয়। যারা ঈমান আনে তাদেরকে আল্লাহ্ অবশ্যই সিরাতুল মুস্তাকিমে পরিচালিত করেন।" *(সুরা হাজ্জ, ২২:৫৪)*

২২. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "কাজেই আপনার (মুহাম্মাদ সা.) প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করুন। নিশ্চয়ই আপনি সিরাতুল মুস্তাকিমে রয়েছেন।" *সুরা যুখরুফ, ৪৩:৪৩*

২৩. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন ইবলিশ বলে, "আমি (ইবলিশ) অবশ্যই তাদের জন্য আপনার সিরাতুল মুস্তাকিমে ওঁৎ পেতে বসে থাকব।" *সুরা আরাফ, ৭:১৬*

৫. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন

২৪. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "...হে মূসা! নিশ্চয়ই আমি তোমার রব। ...। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই। সতরাং, আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর।" *সুরা ত্বহা, ১১-১৪*

২৫. যখন মুহাম্মাদ সা. কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনার রবের বংশ পরিচয় কি? তখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন জবাব দিতে বলেন, "বলুন, তিনি আল্লাহ্ এক। আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ (কোন কিছুই) নেই।" *সুরা ইখলাস, ১১২:১-৪*

২৬. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "যখন সমুদ্রে তোমাদের উপর বিপদ আসে, তখন আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডেকে থাক, তাদের কথা তোমরা ভুলে যাও। অতঃপর, তিনি যখন তোমাদেরকে স্থলে ফিরিয়ে উদ্ধার করেন, তখন তোমরা (আল্লাহ্ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।" *সুরা বনী ইসরাইল, ১৭:৬৭*

২৭. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা যখন (সৃষ্টির) কাজ সম্পন্ন করলেন, তখন তাঁর নিকট তাঁর আরশের ওপর লিখে দিলেন, 'আমার রহমত আমার ক্রোধকে ছাড়িয়ে গেছে।" *বুখারী-৭৪৫৩*

২৮. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "...তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ সকল কিছুর উপর ক্ষমাতাবান?" *সুরা বাকারাহ্, ২:১০৬*

২৯. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "গায়েবের কুঞ্জি পাঁচটি, যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। ১) আগামীকাল কি সংঘটিত হবে তা জানেন একমাত্র আল্লাহ্। ২) মাতৃগর্ভে কি গুপ্ত রয়েছে (বাচ্চা নেককার হবে না গুনাহগার হবে) তা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। ৩) বৃষ্টিপাত কখন হবে তা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। ৪) কে কোন ভূমিতে মারা যাবে তা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। ৫) কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে তা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ জানে না।" *বুখারী, ৬৮৭৫*

৩০. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "...অতঃপর তিনি (আল্লাহ্) আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি পরম দয়াময়, তাঁর সম্পর্কে যিনি অবগত, তাকে জিজ্ঞাসা কর।" *সুরা ফুরকান, ২৫:৫৯*

৩১. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর অবশ্যই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান থেকে। তারপর আমরা তাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ ভাণ্ডারে। পরে আমরা শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি আলাকা-তে, অতঃপর, আলাকা-কে পরিণত করি গোশতপিণ্ডে, অতঃপর গোশতপিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিতে; অতঃপর অস্থিকে ঢেকে দেই গোশত দিয়ে; তারপর তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব, সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ্ কত বরকতময়!" *সুরা মুমিনুল, ২৩:১২-১৪*

৩২. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর স্মরণ করুন, যখন তোমাদের রব ঘোষণা করেন, তোমরা কৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে আরো বেশি দেব আর অকৃতজ্ঞ হলে নিশ্চয় আমার শাস্তি তো কঠোর" *সুরা ইব্রাহিম, ১৪:৭*

৩৩. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "... নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে।... ।" *সুরা রা'দ, ১৩:১১*

৩৪. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর যারা আমাদের পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, আমরা তাদেরকে অবশ্যই আমাদের হেদায়েতের পথসমূহে পরিচালিত করব। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুহসিনদের সঙ্গে আছেন।" *সুরা আনকাবুত, ২৯:৬৯*

৬. *দ্বীন ইসলাম*

৩৫. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "নিশ্চয়ই ইসলাম আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দ্বীন। আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা কেবলমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর মতানৈক্য ঘটিয়েছিল। আর যে কেউ আল্লাহ্র আয়াতসমূহে কুফরী করে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহনকারী।" *সুরা আলে ইমরান, ৩:১৯*

৩৬. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তাঁর পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।" *সুরা আলে ইমরান, ৩:৮৫*

৩৭. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" *সুরা বাকারাহ্, ২:২০৮*

৩৮. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "তিনিই তাঁর রাসুলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়েত ও সত্য দ্বীনসহ অন্য সকল দ্বীনের উপর একে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" *সুরা আস-সফ, ৬১:৯*

৩৯. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "তারা ইসলাম গ্রহণ করে আপনাকে (মুহাম্মাদ সা.) ধন্য করেছে মনে করে। বলুন, "তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করেছ মনে করো না, বরং আল্লাহ্ই ঈমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" *সুরা হুজুরাত, ৪৯:১৭*

৪০. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "সকল মানব শিশুই ফিতরাত (ইসলাম) এর ওপর জন্ম গ্রহণ করে। তারপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, নাসারা অথবা অগ্নি উপাসক বানিয়ে দেয়। যেমন পশু পূর্ণ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তার মধ্যে কোন ক্রুটি দেখতে পাও? পরে তিনি এ আয়াত (সুরা রুম,৩০:৩০) পাঠ করলেন। "...আল্লাহ্র ফিতরাতের (প্রকৃতির) অনুসরণ কর। যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটিই সঠিক দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না" *বুখারী-৪৪১৩*

৪১. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ। দ্বীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে দ্বীন তার উপর জয়ী হয়। কাজেই তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং (মধ্যপন্থার) নিকটে থাক, আশান্বিত থাক এবং সকাল-সন্ধ্যায় ও রাতের কিছু অংশে (আল্লাহ্র) সাহায্য চাও।" *বুখারী-৩৯*

৭. *ইবাদত*

৪২. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্যেই যে, তারা কেবল আমারই ইবাদত করবে।" *সুরা য্যারিয়াত, ৫১:৫৬*

৪৩. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের রব; তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা; সুতরাং, তোমরা তাঁর ইবাদত কর; তিনি সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক।" *সুরা আন'আম, ৬:১০২*

৪৪. আল কুরআনে 'ইবাদত' শব্দটি স্থানভেদে দাসত্ব করা, আনুগত্য করা এবং উপাসনা করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা: আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "ফিরাউন অহংকার করে বলে, 'আমরা কি এমন দু'ব্যক্তিতে (মুসা ও হারুন আ.) ঈমান আনব? যারা আমাদেরই মত এবং তাদের সম্প্রদায় আমাদের ইবাদত (দাসত্ব) করে।" *সুরা মুমিনুন, ২৩:৪৭*

৪৫. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "একত্রিত কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে এবং তাদেরকে, যাদের তারা ইবাদত (আনুগত্য) করত আল্লাহ্র পরিবর্তে এবং তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাও জাহান্নামের পথে।" *সুরা সাফফাত, ৩৭:২২-২৩*

৪৬. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "তোমরা তো আল্লাহ্ ব্যতীত মূর্তির ইবাদত (উপাসনা) করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ। তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের ইবাদত (উপাসনা) কর তারা তোমাদের রিজিকের মালিক নয়।... ।" *সুরা আনকাবুত, ২৯:১৭*

৮. হালাল হারাম

৪৭. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "(হে নাবি) বলুন, এসো, তোমাদের জন্য তোমাদের রব যা নিষিদ্ধ করেছেন তা তোমাদেরকে আবৃতি করে শোনাই। তা হল: তোমরা কোন কিছুকে তাঁর শরিক (শির্ক) করবে না, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্রের কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকি। প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, অশ্লীল আচরণের নিকটবর্তীও হয়ো না এবং আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করো না। তোমাদেরকে তিনি এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা চিন্তা ভাবনা কর।" *সুরা আন'আম, ৬:১৫১*

৪৮. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "হে নাবি! আল্লাহ্ আপনার জন্য যা হালাল (বৈধ) করেছেন তা আপনি হারাম (নিষিদ্ধ) করছেন কেন? আপনি কি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছেন? আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" *সুরা তাহরিম, ৬৬:১*

৪৯. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "...আর আমি এমন ব্যক্তি নই যে, কোনো হালাল-কে হারাম করতে পারি বা হারাম-কে হালাল করতে পারি।... ।" *আবু দাউদ, ২০৬৫*

৫০. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "হালাল সুস্পষ্ট, হারাম সুস্পষ্ট। আর এ দুয়ের মাঝে রয়েছে কিছু সংশয়পূর্ণ জিনিস। যেগুলো সম্পর্কে অধিকাংশ লোকই জানে না। যে এসব সন্দেহপূর্ণ জিনিস থেকে দূরে থাকবে সে-ই দ্বীন ও ইজ্জত সম্মানকে হিফাজত করতে সক্ষম হবে। পক্ষান্তরে যে সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে জড়িয়ে পড়বে, সে-ই হারামের মধ্যে পতিত হবে। তার দৃষ্টান্ত ঐ রাখালের ন্যায় যে নিষিদ্ধ চারণভূমির আশেপাশে তার পশু চরায়। এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত পশুর তাতে ঢুকে পড়ার আশংকা থাকে। জেনে রাখ, প্রত্যেক বাদশাহরই সংরক্ষিত চারণভূমি থাকে। আর শোন! আল্লাহ্র সংরক্ষিত চারণভূমি হল তাঁর হারামকৃত বস্তুসমূহ। আরো

জেনে রাখ, মানুষের শরীরে এক টুকরো গোশত আছে। সেটি সুস্থ ও দোষমুক্ত হলে সমগ্র শরীরই সুস্থ ও দোষমুক্ত হয়ে যায়। আর যদি সেটি দূষিত ও অসুস্থ হয়ে যায় তাহলে সমগ্র শরীরই দূষিত ও অসুস্থ হয়ে যায়। সেটা হচ্ছে কল্‌ব বা অন্তর।" *বুখারী ও মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন-৫৯৩*

৫১. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "মুসলিমদের মধ্যে সন্ধি ও সমঝোতা স্থাপন করা জায়েয, তবে হালালকে হারামকারী এবং হারামকে হালালকারী সন্ধি ব্যতীত।" *ইবনে মাজাহ-২৩৫৩*

৫২. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র, তিনি পবিত্র ও হালাল বস্তু ছাড়া গ্রহণ করেন না। আর আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রেরিত রাসুলদের যে হুকুম দিয়েছেন মুমিনদেরকেও সে হুকুম দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "হে রাসুলগণ! তোমরা পবিত্র জিনিস আহার কর এবং আমলে সালেহ কর। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাত।" (২৩:৫১)। তিনি (আল্লাহ্) আরো বলেছেন, "ওহে যারা ঈমান এনেছ, শোন আমি তোমাদের যে সব পবিত্র জিনিস রিযিক হিসেবে দিয়েছি তা খাও।...।" (২:১৭২) অতঃপর, তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে কিনা দূর-দূরান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ সফর করে। ফলে সে ধুলি ধূসরিত রুক্ষ কেশধারী হয়ে পড়ে। অতঃপর, সে আকাশের দিকে হাত তুলে বলে, "হে আমার রব! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং আহার্যও হারাম। কাজেই এমন ব্যক্তির দু'আ তিনি কী করে কবুল করতে পারেন?" *মুসলিম-২২৩৬*

৯. রাসুলুল্লাহ মুহাম্মাদ সা.

৫৩. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসুল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যিনি তাদের কাছে তেলাওয়াত করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত; যদিও ইতোপূর্বে তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।" *সুরা জুমুআ, ৬২:২*

৫৪. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আপনি (মুহাম্মাদ সা.) বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ভান্ডার রয়েছে। তা ছাড়া আমি (গায়েব) অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি এমনও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো শুধু ঐ ওহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে।...।" *সুরা আনআম, ৬:৫০*

৫৫. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসুলুল্লাহর জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ/উদাহরণ তাদের জন্য যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করে।" *সুরা আহযাব, ৩৩:২১*

৫৬. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন বরং তিনি আল্লাহ্‌র রাসুল এবং সর্বশেষ নাবি। আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।" *সুরা আহযাব, ৩৩:৪০*

৫৭. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "অতএব, আপনি উপদেশ দিতে থাকুন; আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা।" *সুরা গাশিয়াহ, ৮৮:২১*

৫৮. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "...রাসুল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।... ।" *সুরা হাশর, ৫৯:০৭*

৫৯. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা নাবির কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না। এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তার সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না; এ আশঙ্কায় যে, তোমাদের সকল আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে অথচ তোমরা বুঝতেও পারবে না।" *সুরা হুজরাত, ৪৯:২*

৬০. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করবে। তারা বললেন, কে অস্বীকার করবে।' তিনি বললেন: যারা আমার অনুসরণ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সে-ই অস্বীকার করবে।" *বুখারী-৭২৮০*

৬১. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর আমরা তো আপনাকে সমগ্র মানুষের জন্যই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" *সুরা সাবা, ৩৪:২৮*

৬২. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "...যারা তাঁর (রাসুলের) আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।" *সুরা নুর, ২৪:৬৩*

৬৩. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "এরা কি করছে?" লোকেরা বললো, এরা প্রজনন করছে। মাদী ফুলের গর্ভাশয়ে পুরুষ ফুলের রেণু লাগায়, এতে তা গর্ভবতী হয়। তখন সা. বললেন: আমি মনে করি না এতে কোন উপকার হয়। রাবী বললেন, রাসুলুল্লাহ সা.-এর এ মন্তব্য সাহাবাদের কাছে পৌঁছলে তারা প্রজনন কর্ম বন্ধ করে দিল। এরপর, এ খবর

রাসুলুল্লাহ সা. কে দেওয়া হলো। তিনি বললেন, "এতে যদি তাদের উপকার হয়ে থাকে, তবে তারা করুক। আমি তো একটা ধারণা করেছি মাত্র। অতএব, তোমরা আমার ধারণাকে অবলম্বন করো না। কিন্তু আমি যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন কথা বলি, তবে তার উপর আমল করো। কারণ, আমি আল্লাহ্‌র উপর কখনই মিথ্যা অপবাদ দেই না।" *মুসলিম-৫৯১৪*

৬৪. রাসুলুল্লাহ সা. দশই যিলহজ্জ বিদায় হজ্জের দিন বলেন, "...এখানে উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট এসব কথা পৌঁছে দেয়। কারণ, উপস্থিত ব্যক্তি সম্ভবত এমন এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছাবে, যে এ বাণীকে তার চেয়ে অধিক আয়ত্তে রাখতে পারবে।" *বুখারী-৬৭*

৬৫. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর এমন কথা আরোপ করে যা আমি বলিনি, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।" *বুখারী-১০৯*

৬৬. ইবনে আব্বাস রা. বলেন, "আমার মনে হয় ওরা ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি বলছি, 'নাবি সা. বলেছেন' আর ওরা বলছে, 'আবু বকর ও উমর বলেছেন।" *আহমদ, হাদিস সম্ভার-১৫১০*

৬৭. আয়েশা রা. কে জিজ্ঞাসা করা হল, নাবি সা. তাঁর ঘরে কি কাজ করতেন? তিনি বলেন, "তোমাদের কোন ব্যক্তি নিজ ঘরে যা করে থাকে তাই করতেন। তিনি জুতা মেরামত করতেন, কাপড়ে তালি দিতেন এবং সেলাই করতেন।" *আদাবুল মুফরাদ-৫৪২*

৬৮. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থানে পরিণত করো না এবং আমার কবরকে উৎসবের স্থানে পরিণত করো না। তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ কর। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছানো হবে।" *আবু দাউদ-২০৪২*

৬৯. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করবেন।" *মুসলিম-৭৯৭*

৭০. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "জিব্রাইল (আ.) বললেন, 'হে মুহাম্মাদ সা.! 'যে ব্যক্তির সামনে আপনার নাম উচ্চারিত হওয়ার পর আপনার উপর দরূদ পাঠ করল না, সে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূর হোক।' আমি তাতে বললাম, 'আমিন'। *ইবনে হিব্বান-৯১৫*

৭১. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, যেমন খ্রিষ্টানরা ঈসা ইবনে মারইয়াম সম্পর্কে প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে থাকে। আমি আল্লাহ্‌র বান্দা, তাই আমাকে আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসুলই বলো।" *বুখারী-৩৪৪৫*

১০. তকদীর

৭২. আবু হুরায়রা এবং আবু যার রা. হতে বর্ণীত, একবার জিব্রাইল আ. নাবি মুহাম্মাদ সা.কে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্বন্ধে বলুন? তিনি বললেন, ইসলাম হলো তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে, কা'বা ঘরে হজ্জ করবে এবং রমযানের রোযা রাখবে। তিনি বললেন, আমি যদি এটা করি, তবে কি আমি মুসলিম হয়ে যাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে ব্যক্তি বললেন, আপনি সত্যই বলেছেন। ঐ ব্যক্তির 'আপনি সত্য বলেছেন' বাক্য শুনে আমাদের বিস্ময় জাগল। এরপর বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমাকে বলুন, ঈমান কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের, নাবিগণের এবং কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তকদিরে বিশ্বাস করা। তিনি বললেন, আমি যদি এরূপ করি, তবে কি আমি মুমিন হয়ে যাব? রাসুলুল্লাহ্ সা. বললেন, হ্যাঁ। তখন সে বলল, আপনি সত্যই বলেছেন। এরপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমাকে বলুন, ইহসান কি? তিনি বললেন, তুমি এমনভাবে ইবাদত করবে, যেন তুমি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখছো। কেননা যদিও তুমি তাঁকে দেখছো না, তিনি তোমাকে দেখছেন। তিনি বললেন, আপনি সত্যই বলেছেন।... ।" *নাসায়ী-৪৯৯০*

৭৩. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "সবল মু'মিন আল্লাহ্‌র নিকট দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা বেশি প্রিয়। আর প্রত্যেকের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। তুমি ঐ জিনিসে যত্নবান হও, যাতে তোমার উপকার আছে এবং আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর ও নিরুৎসাহ হয়ো না। যদি তোমার কিছু ক্ষতি হয়, তাহলে এ কথা বলো না যে, 'যদি আমি এ রকম করতাম, তাহলে এ রকম হত।' বরং তুমি বল, আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি যা চান তাই করেন।' কারণ, 'যদি' শব্দটি শয়তানের কাজের দুয়ার খুলে দেয়।" *বুখারী, রিয়াদুস সালেহিন-১০০*

৭৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমার রা. বলেন, "রাসুলুল্লাহ সা. মান্নত করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি সা. বলেছেন: তাতে মানুষের কোন লাভ হয় না। এর দ্বারা কৃপণের থেকে কিছু বের করা হয় মাত্র।" *নাসাঈ-৩৮০২*

১১. *সর্বোত্তম আমল*

৭৫. রাসুলুল্লাহ সা. কে প্রশ্ন করা হল, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন: আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা। আবার জিজ্ঞেস করা হল, তারপর কোনটি? তিনি বললেন: আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা। প্রশ্ন করা হল, তারপর কোনটি? তিনি বললেন: মাবরুর (ত্রুটিমুক্ত) হাজ্জ। *(মুসলিম-১৫১)*

৭৬. আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন বলেন, "হে আমাদের রব! আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে আহবান করতে শুনেছি যে, 'তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনো।' সুতরাং, আমরা ঈমান এনেছি। অতএব, হে আমাদের রব! তুমি আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর, আমাদের মন্দ কার্যসমূহ গোপন কর এবং মৃত্যুর পর আমাদেরকে পুণ্যবানদের সাথে মিলিত কর।" *সুরা আলে ইমরান, ৩:১৯৩*

৭৭. আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আন না? অথচ, রাসুল তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনার জন্য আহবান করছেন। আর আল্লাহ্‌ তোমাদের কাছ থেকে (পূর্বেই) অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, যদি তোমরা মুমিন হও।" *সুরা হাদীদ, ৫৭:৮*

৭৮. আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন বলেন, "স্মরণ কর, যখন তোমার রব আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের সন্তান-সন্ততি বাহির করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, "আমি কি তোমাদের রব নই?" তারা বলে, "নিশ্চয়ই। আমরা সাক্ষী রইলাম।" (এ স্বীকৃতি) এ জন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, 'আমরা তো এ বিষয়ে জানতাম না।" *সুরা আরাফ, ৭:১৭২*

৭৯. আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন বলেন, "নিশ্চয়ই যারা বলে, 'আমাদের রব আল্লাহ্‌ তারপর তাতে অবিচল/দৃঢ় থাকে, তাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় (এবং বলে), 'তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার সুসংবাদ নাও।" *সুরা হা মিম আস সাজদা, ৪১:৩০*

৮০. সুফিয়ান ইবনু আবদুল্লাহ আস-সাকাফী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসুল সা. আমাকে এমন একটি কথা বলুন, যা আমি দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে পারি। তিনি বললেন: 'তুমি বল, আল্লাহ্‌ই আমার রব, তারপর এতে অবিচল/দৃঢ় থাক।... ।' *(তিরমিযী-২৪১০)*

৮১. রাসুলাল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি আমাকে ইসলাম সম্বন্ধে এমন কথা বলে দিন, আপনার পরে যেন আর কারো কাছে জিজ্ঞেস করতে না হয়। রাসুলাল্লাহ সা. বললেন, "তুমি বল, আমি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি, তারপর এর উপর অবিচল/দৃঢ় থাক।" *মুসলিম-৬৬*

৮২. আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন বলেন, "তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেওয়া হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে, "আমাদের রব আল্লাহ্‌।... ।" *সুরা হাজ্জ, ২২:৪০*

৮৩. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "সে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেয়েছে, যে রব হিসাবে আল্লাহ্‌কে, দ্বীন হিসাবে ইসলামকে এবং রাসুল হিসাবে মুহাম্মাদ সা. কে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছে।" *মুসলিম-৫৮*

৮৪. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে: ১) আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসুল তার নিকট অন্য সকল কিছু হতে অধিক প্রিয় হওয়া; ২) কাউকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই ভালবাসা; ৩) কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার মত অপছন্দ করা।" *বুখারী-১৬*

৮৫. আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন বলেন, "নিশ্চয়ই মানুষ সীমালঙ্ঘন করে থাকে। কারণ, সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে।" *সুরা আলাক, ৯৬:৬-৭*

৮৬. আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন মুসা আ. কে বলেন, "ফির'আউনের কাছে যাও, নিশ্চয়ই সে সীমালঙ্ঘন করেছে।" *সুরা নাযি'আত, ৭৯:১৭*

৮৭. আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন বলেন, "দ্বীন (ঈমান) গ্রহণের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। সত্য পথ সুস্পষ্ট হয়েছে ভ্রান্ত পথ থেকে। অতএব, যে সীমালঙ্ঘনকারীকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনবে সে এমন এক সুদৃঢ় রজ্জু ধারন করল যা কখনো ভাঙ্গবে না। আর আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।" *সুরা বাকারা, ২:২৫৬*

৮৮. আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন বলেন, "অবশ্যই ইব্রাহিম ও তাঁর সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, "তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার ইবাদত কর তা হতে আমরা সম্পর্ক মুক্ত। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহ্‌তে ঈমান আন।... ।" *সুরা মুমতাহিনা, ৬০:৪*

৮৯. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, “ঈমানের শাখা সত্তরটিরও কিছু বেশি অথবা ষাটটিরও কিছু বেশি। ঈমানের সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এ কথা স্বীকার করা। আর এর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।” *মুসলিম-৬০*

৯০. উমার রা. বললেন, ‘হে আল্লাহ্‌র রাসুল সা.! আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক। আপনি কি আপনার পাদুকা মুবারকসহ আবু হুরায়রাকে পাঠিয়েছেন যে, তার সাথে যদি এমন লোকের সাক্ষাৎ হয়, যে আন্তরিকতার সাথে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তবে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। রাসুল সা. বললেন, ‘হ্যাঁ।’ উমার রা. বললেন, ‘এরুপ করতে যাবেন না। আমি আশঙ্কা করি যে, লোকেরা এর উপরই ভরসা করে বসে থাকবে; আপনি তাদের ছেড়ে দিন, তারা আমল করুক। তারপর রাসুল সা. বললেন, ‘আচ্ছা, তাদের ছেড়ে দাও।’ *মুসলিম-৫৪*

১২. আমলে সালেহ

৯১. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, “আর যারা ঈমান এনেছে ও আমলে সালেহ করেছে, আমরা কারো উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত ভার চাপিয়ে দেই না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।” *সুরা আরাফ, ৭:৪২*

৯২. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, “...আল্লাহ্‌র পথে তাদেরকে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা অনুভব করে এবং তাদের এমন প্রতিটি পদক্ষেপ যা অস্বীকার-অমান্যকারীদের ক্রোধ উদ্রেক করে এবং শত্রুদেরকে কোন কষ্ট প্রদান করে; তা তাদের জন্য আমলে সালেহরূপে লিপিবদ্ধ করা হয়।... ।” *সুরা তওবা, ৯:১২০*

১৩. আল্লাহ্ ও রাসুল সা.কে ভালবাসা

৯৩. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, “আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে আল্লাহ্‌কে ভালবাসার মত ভালবাসে। আর যারা ঈমান এনেছে, তাদের আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা দৃঢ়তর।... ।” *সুরা বাকারাহ্, ২:১৬৫*

৯৪. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোই সৎকর্ম নয়, কিন্তু সৎকর্ম হল: যে ঈমান আনবে আল্লাহ্র প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি, ফেরেশতাগণের প্রতি, কিতাবসমূহ ও নাবিগণের প্রতি আর সম্পদ দান করবে তাঁরই (আল্লাহ্র প্রতি) ভালবাসার কারণে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও দাসমুক্তির জন্য এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দিবে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করবে এবং অর্থ-সংকটে, দুঃখ-কষ্টে ও সংকটে ধৈর্য ধারণ করবে। তারাই হল সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই মুত্তাকী।" *সুরা বাকারা, ২:১৭৭*

৯৫. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "(হে নাবি আপনি) বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর। তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ্ মহা ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়।" *সুরা আলে ইমরান, ৩:৩১*

৯৬. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান ও সকল মানুষের অপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্র হই।" *বুখারী-১৫*

৯৭. আবদুল্লাহ ইবনু হিশাম রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমরা একবার নাবি সা.-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তখন উমার ইবনু খাত্তাব রা.-এর হাত ধরেছিলেন। উমার রা. তাঁকে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসুল! আমার প্রাণ ছাড়া আপনি আমার কাছে সব কিছুর চেয়ে অধিক প্রিয়। তখন নাবি সা. বললেন: না, যাঁর হাতে আমার প্রাণ ঐ সত্তার কসম! তোমার কাছে আমি যেন তোমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় হই। তখন উমার রা. তাঁকে বললেন, আল্লাহ্র কসম! এখন আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয়। নাবি সা. বললেন: হে উমার! এখন।" (তুমি সত্যিকার ঈমানদার হলে) *বুখারী-৬৬৩২*

১৪. আল কুরআন

৯৮. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "এ সেই কিতাব; যাতে কোনই সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত।" *সুরা বাকারা, ২:২*

৯৯. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর যারা সত্য নিয়ে এসেছে এবং যারা সত্য মেনে নিয়েছে তারাই তো মুত্তাকী।" *সুরা যুমার, ৩৯:৩৩*

১০০.আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর অবশ্যই আমরা কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহনকারী কেউ আছে কি?" *সুরা ক্বামার, ৫৪:১৭*

১০১. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "নিশ্চয়ই ইহা (কুরআন) মীমাংসাকারী/ফয়সালাকারী বাণী এবং এটা ক্রীড়া কৌতুক নয়।" *সুরা আত ত্বরিক, ৮৬:১৩-১৪*

১০২. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "তাদের কী হয়েছে যে, তারা উপদেশ (কুরআন) হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়? তারা যেন ভীত গাধা, সিংহ থেকে পালাতে চাচ্ছে।" *সুরা মুদ্দাসির, ৭৪:৪৯-৫১*

১০৩. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "নিশ্চয়ই তা (কুরআন) আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশ। আর অচিরেই তোমাদেরকে এ (কুরআন) বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে।" *সুরা যুখরুফ, ৪৩:৪৪*

১০৪.আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "...আর যখন আপনি কুরআন থেকে আপনার রবের একত্ববাদের কথা উল্লেখ করেন তখন তারা পিঠ দেখিয়ে সরে পড়ে।" *সুরা বনী ইসরাঈল, ১৭:৪৬*

১০৫. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে আমি তাদেরকে এমনভাবে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাব যে, তারা জানতেও পারবে না!" *সুরা আরাফ, ৭:১৮২*

১০৬.আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর তাদেরকে (রহমানের বান্দাদেরকে) যখন তাদের রবের আয়াত স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় তখন তারা বধির এবং অন্ধের মত আচরণ করে না।" (শুনেও শুনে না, দেখেও দেখে না এমন করে না) *সুরা ফুরকান, ২৫:৭৩*

১০৭. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন; যার কিছু আয়াত সুস্পষ্ট, এগুলি কিতাবের মূল অংশ। আর অন্যগুলি রূপক; যাদের মনে বক্রতা আছে, তারা ফিতনা (বিশৃংখলা) সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে, 'আমরা এগুলোতে ঈমান রাখি। এ সমস্তই আমাদের রবের নিকট থেকে আগত।' বস্তুতঃ বুদ্ধিমান লোকেরা ছাড়া আর কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।" *সুরা আলে ইমরান, ৩:৭*

১০৮. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন "আর তাদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর লোক আছে যারা মিথ্যা আশা ছাড়া কিতাব সম্পর্কে কিছুই জানে না, তারা শুধু অমূলক ধারণা পোষণ করে।" *সুরা বাকারা, ২:৭৮*

১০৯. জুনদুব ইবনু আবদুল্লাহ রা. বলেন, "আমরা নাবি সা.-এর সাথে ছিলাম। আমরা ছিলাম শক্তিশালী এবং সক্ষম যুবক। আমরা কুরআন শেখার পূর্বে ঈমান শিখেছি, অতঃপর কুরআন শিখেছি এবং তা দ্বারা আমাদের ঈমান বেড়ে যায়।" *ইবনে মাজাহ-৬১*

১১০. উমার রা. কুরআন সম্পর্কে বলেন, "...আর এই সে কিতাব যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের রাসুল সা. কে হেদায়েত দিয়েছিলেন। কাজেই একে তোমরা আঁকড়ে ধর। তাহলে এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর রাসুল সা. কে যে হেদায়েত দিয়েছিলেন তোমরাও সেই হেদায়েত পাবে।" *বুখারী-৭২৬৯*

১১১. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "...তোমাদের যে কেউ সকাল বেলা মসজিদে গিয়ে আল্লাহ্‌র কিতাবের দু'টি আয়াত জানে অথবা পাঠ করে তা তার জন্য দু'টি উটনীর চেয়ে উত্তম। আর তিন আয়াত তার জন্য তিনটি উটনীর চেয়ে উত্তম এবং চার আয়াত চারটি উটনীর চেয়ে উত্তম। এমনিভাবে যত আয়াত ততো উটনীর চেয়ে উত্তম।" *মুসলিম-১৭৪৬*

১৫. সাহাবা রা.

১১২. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা ইহসানে তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট। আর তিনি তাদের জন্য তৈরী করেছেন জান্নাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য।" *সুরা তওবা, ৯:১০০*

১১৩. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "অতঃপর, তোমরা (সাহাবা রা.) যেরূপ ঈমান এনেছ তারাও যদি সেরূপ ঈমান আনে, তবে নিশ্চয়ই তারা হেদায়েত পাবে।...।" *সুরা বাকারাহ্, ২:১৩৭*

১১৪. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "অনুসরণ করা তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চায় না এবং যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত।" *সুরা ইয়াসীন, ৩৬:২১*

১১৫. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "আমি তোমাদের তাকওয়া অবলম্বনের জন্য বলছি এবং শোনা ও মানার জন্যও, যদিও তোমাদের আমীর হাবশী গোলাম হয়। কেননা, তোমাদের মাঝে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে, তারা বহু মতভেদ দেখতে পাবে। এমতাবস্থায় তোমাদের উচিত হবে আমার ও আমার খুলাফায়ে-রাশেদার সুন্নাতের অনুসরণ করা, যারা সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী। তোমরা তাদের দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করবে। তোমরা বিদ'আতের অনুসরণ ও অনুকরণ করা হতে দূরে থাকবে। কেননা, প্রত্যেক নতুন কথাই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা।" *আবু দাউদ-৪৫৫২*

১১৬. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "বনী ইসরাঈলের যে অবস্থা এসেছিল আমার উম্মতও ঠিক তাদেরই অবস্থায় পতিত হবে। এমনকি তাদের কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মায়ের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে থাকে তবে আমার উম্মতেরও কেউ তাতে লিপ্ত হবে। বনী ইসরাঈলরা তো বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে আর আমার উম্মতরা বিভক্ত হবে তিহাত্তর দলে। এদের একটি দল ছাড়া সব দলই হবে জাহান্নামী। সাহাবীগণ রা. জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসুল! এরা কোন দল? তিনি বললেন: আমি এবং আমার সাহাবিরা যার উপর প্রতিষ্ঠিত।" *তিরমিযী-২৬৪২*

১১৭. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "তোমরা আমার সাহাবিদেরকে গালি দিও না। যে মহান সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় কর, তবে তা তাদের কোনো একজনের এক মুদ্দ বা অর্ধ মুদ্দ ব্যয়ের সমানও হবে না।" *আবু দাউদ-৪৬৫৮*

১৬. মুমিন ব্যক্তির বৈশিষ্ট

১১৮. আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন বলেন, "তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনে, অতঃপর সন্দেহ পোষণ করে না এবং তাদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ।" *সুরা হুজরাত, ৪৯:১৫*

১১৯. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "তারা (মুমিনরা) কখনো কোন অশ্লিল কাজ করে ফেললে কিংবা নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে শুনে তাই করতে থাকে না।" *সুরা আলে ইমরান, ৩:১৩৫*

১২০. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে অন্নদান করে। এবং বলে, শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে খাবার দান করি, আমরা তোমাদের কাছ থেকে প্রতিদান চাই না, ধন্যবাদও নয়।" *সুরা ইনসান, ৭৬:৮-৯*

১২১. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহ্র নিকট খুবই অসন্তোষজনক।" *সুরা আছ-ছফ্, ৬১:২-৩*

১২২. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "ওহে যারা ঈমান এনেছ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার সন্ধান দিব না যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে? (আর তা এই যে) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।" *সুরা আস-সফ, ১০-১১*

১২৩. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে তৃপ্তি সহকারে আহার করে সে মুমিন নয়।" *আদাবুল মুফরাদ-১১১*

১২৪. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "মুমিন কখনো দোষারোপকারী ও নিন্দাকারী হতে পারে না, অভিসম্পাতকারী হতে পারে না, অশ্লীল কাজ করে না এবং কটুভাষীও হয় না।" *তিরমিযী-১৯৭৭*

১২৫. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে।" *বুখারী-১৩*

১২৬. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "মুমিনদের মধ্যে সবার চেয়ে পূর্ণ মুমিন ঐ ব্যক্তি যার চরিত্র সবার চেয়ে উত্তম। আর তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজের স্ত্রীর জন্য সর্বোত্তম।" *তিরমিযী, রিয়াদুস সালেহীন-২৮৩*

১২৭. রাসুলুল্লাহ্ সা. বলেন, "মুসলিম ঐ ব্যক্তি যার হাত ও রসনা হতে অন্য মানুষ নিরাপদ থাকে। আর মুমিন ঐ ব্যক্তি যার থেকে অন্য লোক নিজের জান ও মালকে নিরাপদ মনে করে।" *নাসায়ী-৪৯৯৪*

১২৮. রাসুলুল্লাহ সা. তিনবার কসম দিয়ে বললেন, "আল্লাহ্ কসম, ঐ ব্যক্তি মুমিন নয়, যে লোকের প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে না।" *বুখারী-৬০১৬*

১২৯. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "প্রকৃত মুমিন একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না।" (একই ভুল দু'বার করে না) *বুখারী-৬১৩৩*

১৩০. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "তোমাদের কেউ যদি অন্যায় কাজ দেখে, তাহলে সে যেন হাত দ্বারা এর সংশোধন করে দেয়। যদি এ ক্ষমতা না থাকে, তাহলে মুখের দ্বারা। যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তর দ্বারা (উক্ত কাজকে ঘৃণা করবে), আর এটাই ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।" *মুসলিম-৮৩*

১৭. ঐক্যবদ্ধ থাকার গুরুত্ব

১৩১. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর তোমরা সকলে আল্লাহ্র রশি (কুরআনকে) দৃঢ়ভাবে ধারণ কর; পরস্পর বিছিন্ন হয়ো না।... ।" *সুরা ইমরান, ৩:১০৩*

১৩২. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য কর এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। আর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।" *সুরা আনফাল, ৮:৪৬*

১৩৩. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসুলের আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর তোমাদের মধ্যকার উলুল আমর (দায়িত্বশীলদের)। অতঃপর, কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপন কর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখেরাতে ঈমান এনে থাক তবে এ পন্থাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।" *সুরা নিসা, ৪:৫৯*

১৩৪. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "মুসলিমের জন্য (তার শাসকদের) কথা শোনা ও মানা ফরয, সে কথা পছন্দ লাগুক অথবা অপছন্দ লাগুক; যতক্ষণ না তাকে পাপ কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়। অতঃপর, যখন তাকে পাপ কাজের আদেশ দেওয়া হবে তখন তার কথা শোনাও যাবে না, মানাও যাবে না।" *বুখারী ও মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন-৬৬৮*

১৩৫. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "মুমিনদের দৃষ্টান্ত তাদের পারস্পরিক সম্প্রীতি, দয়াদ্রতা ও সহমর্মিতার দিক দিয়ে একটি মানব দেহের মত। যখন তার একটি অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন তার সমগ্র দেহে তাপ ও অনিদ্রা ডেকে আনে।" *মুসলিম-৬৩৫০*

১৩৬. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষন না ঈমান আনবে আর তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষন না একে অন্যকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদের তা বলে দিব না যা করলে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসার সৃষ্টি হবে? তা হল, তোমরা পরস্পর বেশি বেশি সালাম বিনিময় করবে।" *মুসলিম-১০০*

১৩৭. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "তোমরা পরস্পর বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ো না, হিংসা করো না এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন থেকো না। আর তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র বান্দা ও পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে যাও। কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার ভাই থেকে তিন দিনের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে থাকবে।" *বুখারী-৬০৭৬*

১৩৮. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "আমি কি তোমাদেরকে সিয়াম, সালাত ও সাদাকার চেয়েও ফযীলতপূর্ণ কাজের কথা বলবো না? সাহাবিগণ বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই হে আল্লাহ্‌র রাসুল! তিনি বললেন: পরস্পর (ঝগড়া বিবাদে লিপ্তদের) মধ্যে মীমাংসা করা। আর পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বাধানো ধ্বংসের কারণ।" *আবু দাউদ-৪৯১৯*

১৩৯. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "হেদায়েতের পর কোন কওম পথভ্রষ্ট হয় না যতক্ষণ না তারা বাক-বিতন্ডায় লিপ্ত হয়। এরপর, তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন: এরা তো কেবল বাক-বিতন্ডার উদ্দেশ্যেই আপনাকে এই কথা বলে, বস্তুত এরা এক বিতন্ডাকারী সম্প্রদায়।" (যুখরুফ ৪৩:৫৮)" *তিরমিযী-৩২৫৩*

১৮. দুনিয়া ও আখেরাত

১৪০. আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন বলেন, "জেনে রাখো, পার্থিব জীবন তো কেবল খেল-তামাশা এবং জাঁকজমক ও পরস্পর আত্মগর্ব করা, আর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে একে অন্যের অপেক্ষা প্রাচুর্য বর্ণনা করা মাত্র। ....। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়।" *সুরা হাদিদ, ৫৭:২০*

১৪১. আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন বলেন, "কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী। নিশ্চয়ই এটা আছে পূর্ববর্তী সহীফাসমূহে, ইবরাহীম ও মুসার সহীফাসমূহে।" *সুরা আলা, ৮৭:১৬-১৯*

১৪২. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা এবং কাফিরের জন্য জান্নাত (স্বরূপ)।" *মুসলিম-৭১৪৯*

১৪৩. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "আখিরাত যার একমাত্র চিন্তা ও লক্ষ্য আল্লাহ্ তা'আলা তার হৃদয়কে অভামুক্ত করে দেন এবং বিক্ষিপ্ত বিষয়াবলীকে সমাধান করে দেন এবং তার কাছে দুনিয়া তুচ্ছ হয়ে আসে। পক্ষান্তরে যার চিন্তা ও লক্ষ্য হয় দুনিয়া, আল্লাহ্ তা'আলা তার দু'চোখের সামনে অভাব তুলে ধরেন, তার সমস্যাগুলোকে বিক্ষিপ্ত করে দেন আর যতটুকু তার জন্য নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে এর অতিরিক্ত দুনিয়া সে পায় না।" *তিরমিযী-২৪৬৮*

১৪৪. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর নিশ্চয়ই যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না, তারা পথ থেকে বিচ্যুত।" *সুরা মুমিনুন, ২৩:৭৪*

১৪৫. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "আল্লাহ্ বলেন; আমি আমার সালেহিন বান্দাদের জন্য এমন জিনিস তৈরি করে রেখেছি, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং যার সম্পর্কে কোন মানুষের মনে ধারণাও জন্মেনি।" *বুখারী, ৩২৪৪*

১৯. পরীক্ষা ও ধৈর্য

১৪৬. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "(আল্লাহ্) যিনি মৃত্যু এবং জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে কে উত্তম তা পরীক্ষা করার জন্য। তিনি পরাক্রমশালী, বড় ক্ষমাশীল।" *সুরা মুলক, ৬৭:০২*

১৪৭. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেওয়া হবে? আমি অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম। সুতরাং, আল্লাহ্ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী।" *সুরা আনকাবুত, ২৯:২-৩*

১৪৮. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। আর আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে।" *সুরা বাকারাহ্, ২:১৫৫*

১৪৯. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "প্রত্যেক উম্মতের একটি ফিতনা (পরীক্ষার বস্তু) রয়েছে। আমার উম্মতের ফিতনা হল ধন-সম্পদ।" *তিরমিযী-২৩৩৯*

১৫০. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয়, নিশ্চয়ই তা দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ।" *সুরা আশ শুরা, ৪২:৪৩*

১৫১. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে (আল্লাহ্‌র) সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।" *সুরা বাকারাহ্, ২:১৫৩*

১৫২. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "আমার কাছে যা কিছু থাকে, তা থেকে আমি কিছুই সঞ্চয় করি না। অবশ্য যে নিজেকে চাওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, আল্লাহ্ তাকে বাঁচিয়ে রাখেন; আর যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরে তিনি তাকে ধৈর্যশীলই রাখেন। আর যে অমুখাপেক্ষী হতে চায়, আল্লাহ্ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। সবরের চেয়ে বেশি প্রশস্ত ও কল্যাণকর কিছু কক্ষনো তোমাদেরকে দান করা হবে না।" *বুখারী-৬৪৭০*

১৫৩. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "প্রকৃত বীর সে নয়, যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়। বরং সেই আসল বীর, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।" *বুখারী-৬১১৪*

১৫৪. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "তোমরা তোমাদের চেয়ে যে ব্যক্তি (অর্থ, সম্পদ মর্যাদায়) নিচু স্তরে আছে তার দিকে তাকাবে। তোমাদের চেয়ে যে ব্যক্তি উপরের স্তরে আছে তার দিকে তাকাবে না। এতে তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র যে নেয়ামতসমূহ আছে তা তুচ্ছ মনে হবে না।" *তিরমিযী-২৫১৫*

১৫৫. রাসুলুল্লাহ সা. সুরা তাকাছুর পাঠ করে বলেন, "আদম সন্তান বলে, আমার মাল আমার মাল। বস্তুতঃ হে আদম সন্তান! তোমার মাল তো তা-ই যা তুমি খেয়েছো ও শেষ করে দিয়েছো, অথবা পরিধান করেছ ও পুরাতন করে ফেলেছ অথবা দান করেছ ও কার্যকর (সঞ্চয়) করেছ।" *মুসলিম-৭১৫২*

১৫৬. আয়িশাহ রা. বর্ণনা করেন, "মুহাম্মাদ সা.-এর পরিবারবর্গ মদিনায় আসার পর থেকে এক নাগাড়ে তিন দিন গমের রুটি পরিতৃপ্ত হয়ে খাননি এবং এ অবস্থায় তাঁর ওফাত হয়ে গেল।" *বুখারী-৬৪৫৪*

২০. *শয়তান*

১৫৭. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "এরা শয়তানের মত, সে মানুষকে বলে, কুফরী কর; তারপর যখন সে কুফরী করে তখন সে বলে, তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, নিশ্চয়ই আমি সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্‌কে ভয় করি।" *সুরা হাশর, ৫৯:১৬*

১৫৮. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, “সে (শয়তান) তো শুধু তোমাদেরকে নির্দেশ দেয় মন্দ ও অশ্লীল কাজের এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন সব বিষয় বলার যা তোমরা জান না।” *সুরা বাকারা, ২:১৬৯*

১৫৯. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, “শয়তান তোমাদেরকে গরীব হয়ে যাবার ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়।... ।” *সুরা বাকারা, ২:২৬৮*

১৬০. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, “আর, আ'দ ও সামূদকে ধ্বংস করেছিলাম; ওদের বাড়ি-ঘরই তোমাদের জন্য এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। শয়তান ওদের কাজকে ওদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল এবং ওদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল; যদিও ওরা ছিল বিচক্ষণ।” *সুরা আনকাবুত, ২৯:৩৮*

১৬১. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, “শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ ও সালাতে বাধা দিতে চায়! অতএব, তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না?” *সুরা মায়েদা, ৫:৯১*

১৬২. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, “আর এভাবেই আমরা মানুষ ও জিনের মধ্য থেকে শয়তানদেরকে প্রত্যেক নাবির শত্রু করেছি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে তারা একে অপরকে চমকপ্রদ বাক্যের কুমন্ত্রণা দেয়।” *সুরা আন'আম, ৬:১১২*

১৬৩. আবু যার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম, রাসুলুল্লাহ সা. সেখানে রয়েছেন। আমি তাঁর নিকট গিয়ে বসলাম। তিনি বললেন, ‘হে আবু যার! তুমি জিন শয়তান এবং মানুষ শয়তানদের থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে।’ আমি বললাম, ‘মানুষের মধ্যেও কি শয়তান হয়?’ তিনি বললেন: হ্যাঁ। *নাসায়ী-৫৫০৬*

২১. *কুফর ও শির্ক*

আল কুরআনে কুফর শব্দের অর্থ স্থানভেদে অস্বীকার করা, অমান্য করা বা বিদ্রোহ করা বোঝানো হয়েছে। আর শির্ক শব্দ দিয়ে বোঝায়, আল্লাহ্র ক্ষমতা অথবা অধিকার অথবা গুণাগুণের মত অন্য কারো বা কোন বস্তুর আছে বলে বিশ্বাস করা।

১৬৪. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, “নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহ্র পথ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করেছে, তারপর কাফির অবস্থায় মারা গেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না।” *সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭:৩৪*

১৬৫. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর যারা তাদের রবকে অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, আর তা বড় নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!" *সুরা মুলক, ৬৭:৬*

১৬৬. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "নিশ্চয়ই তারা কুফরী করেছে যারা বলে, মারইয়াম পুত্র (ইসা) মাসিহই হচ্ছেন আল্লাহ্। অথচ, মাসিহ বলেছিল, হে বনি ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, যিনি আমার রব এবং তোমাদেরও রব। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শির্ক করে তার জন্য আল্লাহ্ অবশ্যই জান্নাত হারাম করে দিবেন আর তার আবাস হল জাহান্নাম। জালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।" *সুরা মায়েদা, ৫:৭২*

১৬৭. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন। আর যে আল্লাহ্র সাথে শরীক করে, সে এক মহাপাপ করে।" (সুরা আন্-নিসা, ৪:৪৮)

১৬৮. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর স্মরণ করুন, যখন লুকমান উপদেশ দিতে গিয়ে তার পুত্রকে বলেছিল, হে আমার প্রিয় বৎস! আল্লাহ্র সাথে শির্ক করো না। নিশ্চয়ই শির্ক মহা যুলুম।" *সুরা লোকমান, ৩১:১৩*

১৬৯. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর (হে মুহাম্মাদ) আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী হয়েছে যে, যদি আপনি শির্ক করেন তবে আপনার সমস্ত আমল তো নিস্ফল হবে এবং অবশ্যই আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।" *সুরা যুমার, ৩৯:৬৫*

১৭০. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে একাগ্রচিত্তে তার রবকে ডাকে। তারপর, যখন তিনি নিজের পক্ষ থেকে তার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তখন সে ভুলে যায় তার আগে যে কারণে সে ডেকেছিল তাঁকে এবং সে আল্লাহ্র সমকক্ষ দাঁড় করায়, অন্যকে তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য। ...।" *সুরা যুমার, ৩৯:৮*

১৭১. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "ওরা যখন জলযানে আরোহণ করে, তখন ওরা বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্কে ডাকে। অতঃপর, তিনি যখন ওদেরকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছে দেন, তখন ওরা শির্কে লিপ্ত হয়।" *সুরা আনকাবুত, ২৯:৬৫*

১৭২. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "তাদের অধিকাংশ আল্লাহ্র উপর ঈমান রাখে, তবে তার সাথে শির্ক করা অবস্থায়।" *সুরা ইউসুফ, ১২:১০৬*

১৭৩. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "সুতরাং, দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে অতঃপর সামান্য মূল্য পাওয়ার জন্য বলে, 'এটা আল্লাহ্র কাছ থেকে এসেছে।' অতএব, ধ্বংস হোক তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য এবং ধ্বংস হোক এ দ্বারা যা তারা উপার্জন করেছে তার জন্য।" *সুরা বাকারাহ্, ২:৭৯*

১৭৪. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "তারা তাদের পাদ্রী ও পুরোহিতদেরকে তাদের রবরূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ্ ব্যতীত।...।" (সুরা তওবা, ৯:৩১)। আদী ইবনে হাতীম রা. বলেন, আমি নাবি সা. কে বললাম, তারা তাদের পাদ্রী পুরোহিতদেরকে মাবুদ বানায় নাই। নাবি সা. বললেন, "হ্যাঁ তারা নিশ্চয়ই তাদের পাদ্রী পুরোহিতদিগকে মাবুদ বানিয়েছে। তাদের পাদ্রী আল্লাহ্ কর্তৃক হালাল বলে ঘোষিত বিষয়কে হারাম বানিয়েছে এবং আল্লাহ্ কর্তৃক হারাম বলে ঘোষিত বিষয়কে হালাল বানিয়েছে। আর তারা সেই সব বিষয়ে পাদ্রীদের বিধি ব্যবস্থা মেনে চলেছে। আর এটাই হল নিজেদের পাদ্রী পুরোহিতদিগকে মাবুদ বানিয়ে লওয়া।" *আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে জারীর র. তাফসীরে ইবনে কাসীর*

১৭৫. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "অতঃপর সে (ফির'আউন) সকলকে সমবেত করে ঘোষণা দিল; অতঃপর বলল, আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ রব।" *সুরা আন-নাযিআত, ৭৯:২৩-২৪*

১৭৬. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "সে (ফির'আউন) বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর তবে আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করব।" *সুরা শুয়ারা, ২৬:২৯*

১৭৭. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "কিন্তু না, তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা মেনে নেয়।" *সুরা নিসা, ৪:৬৫*

১৭৮. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "মসজিদুল হারাম, মসজিদুর রাসুল (মসজিদে নববী) এবং মসজিদুল আকসা। এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে হাওদা বাঁধা যাবে না।" (অর্থাৎ, সফর করা যাবে না) *বুখারী-১১৮৯*

১৭৯. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হবে এমন লোক, যারা ঝাড়ফুঁকের আশ্রয় নেয় না, শুভ লক্ষণ অশুভ লক্ষণ মানে না এবং তাদের রবের উপরই ভরসা রাখে।" *বুখারী-৬৪৭২*

১৮০. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "...আমিও তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি যেগুলো প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আদেশ করেছেন। কথা শুনবে, আনুগত্য করবে, জিহাদ করবে, হিজরাত করবে এবং জামা'আতবদ্ধ হয়ে থাকবে। যে লোক জামাআত হতে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হল সে ইসলামের বন্ধন তার ঘাড় হতে ফেলে দিল, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। আর যে লোক জাহেলিয়াত আমলের রীতি-নীতির দিকে আহবান করে সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত। জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসুল সা.! যদিও সে নামায আদায় করে, রোযা রাখে? তিনি বললেন: হ্যাঁ, যদিও সে নামায-রোযা করে।" *তিরমিযী-২৮৬৩*

২২. *সালাত, সাওম, যাকাত এবং হাজ্জ*

১৮১. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আপনি তেলাওয়াত করুন কিতাব থেকে যা আপনার প্রতি ওহী করা হয়, এবং সালাত কায়েম করুন। নিশ্চয়ই সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে। আর আল্লাহ্র স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা জানেন।" *সুরা আনকাবুত, ২৯:৪৫*

১৮২. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "অতএব, দুর্ভোগ সেসব সালাত আদায়কারীদের, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোটখাট সাহায্য দানে বিরত থাকে।" *সুরা মাউন, ১০৭:৪-৭*

১৮৩. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "অতঃপর সালাত শেষ হলে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধান কর ও আল্লাহ্কে খুব বেশি স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।" *সুরা জুমুয়া, ৬২:১০*

১৮৪. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "চোরদের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্যতম চোর হল সেই ব্যক্তি, যে নামায চুরি করে। সকলে বলল, হে আল্লাহ্র রাসুল! সে নামায কিভাবে চুরি করে? তিনি বললেন, সে তার নামাযের রুকূ-সিজদা পূর্ণরূপে করে না। অথবা তিনি বললেন, সে রুকূ ও সিজদাতে তার পিঠ সোজা করে না।" *আহমদ, হাদিস সম্ভার-৮৪৮*

১৮৫. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "যে লোক (সিয়াম অবস্থায়) মিথ্যা কথা এবং সে অনুসারে কাজ করা আর মূর্খতা পরিহার করলো না, আল্লাহ্‌র নিকট তার পানাহার বর্জনের কোন প্রয়োজন নেই।" *বুখারী-৬০৫৭*

১৮৬. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "জিব্রাইল আ. বললেন, 'হে মুহাম্মাদ সা.! যে ব্যক্তি রমযান মাসে উপনীত হওয়ার পরও তার জীবনের গুনাহকে ক্ষমা করাতে পারল না, সে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূর হোক।' আমি তাতে বললাম, 'আমিন'।" *ইবনে হিব্বান-৯১৫*

১৮৭. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রা. বলেন, আমরা যুবক বয়সে রাসুল সা. এর সাথে ছিলাম; অথচ আমাদের কোনো কিছু (সম্পদ) ছিল না। এমনি অবস্থায় আমাদেরকে রাসুল সা. বলেন, "হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিয়ে করে। কেননা, বিয়ে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং যৌনতাকে সংযমী করে এবং যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন সিয়াম পালন করে। কেননা, সাওম তার যৌনতাকে দমন করবে।" *বুখারী-৪৬৯৬*

১৮৮. আবু বকর রা. বলেন, "আল্লাহ্‌র শপথ! নিশ্চয়ই আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে। কেননা যাকাত হল সম্পদের উপর আরোপিত হক। আল্লাহ্‌র কসম, যদি তারা একটি মেষ শাবক যাকাত দিতেও অস্বীকৃতি জানায়, যা আল্লাহ্‌র রাসুল সা.-এর কাছে তারা দিত, তাহলে যাকাত না দেওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করবো।" *বুখারী-১৪০০*

১৮৯. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "যাকে আল্লাহ্‌ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পার্শ্ব কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল।" *বুখারী-১৪০৩*

১৯০. রাসুলুল্লাহ সা. হজ্জের তালবিয়াতে বলেন, "আমি হাজির, হে আল্লাহ্‌ আমি হাজির। আমি হাজির, আপনার কোন শরীক নেই, আমি হাজির। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা এবং অনুগ্রহ এবং সার্বভৌমত্ব কেবল আপনারই। এতে আপনার কোন শরীক নেই।" *বুখারী ৫৪৯০*

২৩. *জিহাদ ও কিতাল*

১৯১. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস, তা আল্লাহ্ তাঁর রাসুল ও তাঁর পথে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্র বিধান (গজব) আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ্ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।" *সুরা তাওবা, ৯:২৪*

১৯২. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "সুতরাং, আপনি কাফেরদের (অস্বীকার-অমান্যকারীদের) আনুগত্য করবেন না এবং আপনি এর (কুরআনের) সাহায্যে তাদের সাথে কঠোর জিহাদ চালিয়ে যান।" *সুরা ফুরকান, ২৫:৫২*

১৯৩. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে নিজেদের সম্পদ, জীবন ও কথার দ্বারা জিহাদ করো।" *আবু দাউদ-২৫০৪*

১৯৪. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "আর প্রকৃত মুজাহিদ হলো সে, যে আল্লাহ্র আনুগত্যে নিজের নফসের সাথে জিহাদ করে এবং (প্রকৃত) মুহাজির সে ব্যক্তি, যে সকল অপরাধ ও গুনাহ বর্জন করে।" *মিশকাতুল মাসাবীহ-৩৪*

১৯৫. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "স্বৈরাচারী বাদশা বা স্বৈরাচারী শাসকের সামনে ন্যায়সঙ্গত সঠিক কথা বলা উত্তম জিহাদ।" *আবু দাউদ-৪৩৪৪*

১৯৬. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "বিধবা ও মিসকীনদের জন্য খাদ্য যোগাড় করতে চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় মুজাহিদের মত অথবা রাতে সালাতে দন্ডয়মান ও দিনে সিয়ামকারীর মত।" *বুখারী-৫৩৫৩*

১৯৭. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মধ্যে কেউ দ্বীন থেকে ফিরে গেলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাকে ভালবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি কোমল ও কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে; তারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না।... ।" *সুরা মায়েদা, ৫:৫৪*

১৯৮. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "তোমাদের উপর যুদ্ধের বিধান দেওয়া হয়েছে যদিও তোমারা তা অপছন্দ কর। কিন্তু, তোমরা যা অপছন্দ কর হতে পারে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা ভালবাস হতে পারে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহ্ জানেন তোমরা জান না।" *সুরা বাকারাহ্, ২:২১৬*

১৯৯. আবু যার রা. কসম করে বলেন, "এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ তারা তাদের রব সম্বন্ধে বিতর্ক করে।" (সুরা হাজ্জ, ২২:১৯) আয়াতটি বদরের দিন পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হামযাহ, আলী, উবাইদা ইবনুল হারিস, রাবিয়ার দুই পুত্র উতবাহ ও শায়বাহ এবং ওয়ালীদ ইবনু উতবার সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।" *আল-লুলু ওয়াল মারজান-১৯০৬*

২০০. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "যেসব আরবরা পিছনে রয়ে গিয়েছিল তাদেরকে বলুন, অবশ্যই তোমরা আহূত হবে এক কঠোর যোদ্ধা জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে; তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে অথবা তারা আত্মসমার্পণ করে।...।" *সুরা ফাতহ, ৪৮:১৬*

২০১. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, এ কথার স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই' এ কথা স্বীকার করলে তারা আমার থেকে তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা লাভ করবে।...।" *মুসলিম-৩৫*

২০২. রাসুলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করা হল, "এক লোক গনিমতের মালের জন্য, এক লোক নাম নেওয়ার জন্য আর এক লোক নিজ মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করল।' অন্য বর্ণনায় আছে, 'বীরত্ব দেখাবার জন্য এবং বংশীয় ও গোত্রীয় পক্ষপাতিত্বের জন্য।' আর এক বর্ণনানুযায়ী, 'ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করল। তাদের মধ্যে কে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করল?' তিনি সা. বললেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বাণীকে উঁচু করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করল, সেই আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করল।" *বুখারী ও মুসলিম, রিয়াদুস সালেহিন-১৩৫১*

২০৩. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "শত্রুর সাথে মোকাবেলা করার আকাঙ্ক্ষা করো না; বরং আল্লাহ্র নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা কর। আর যদি তাদের সম্মুখীন হয়েই যাও, তাহলে দৃঢ় থাক।" *বুখারী ও মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন-১৩৫৯*

২০৪. আবু বকর রা. যুদ্ধে এক সেনা দলকে পাঠানোর সময় বলেছিলেন, "আমি দশটি নিয়ম বলে দিচ্ছি যা তোমরা যুদ্ধের ময়দানে সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবে। নারী, শিশু ও বয়স্কদের হত্যা করো না। ফলন্ত বৃক্ষ কেটো না, আবাদ ভূমিকে ধ্বংস করো না, খাওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যতীত বকরী বা উট হত্যা করো না, মৌমাছির মৌচাক পুড়িয়ে দিও না অথবা বিক্ষিপ্ত করে দিও না, গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে কিছু চুরি করো না, হতোদ্যম বা ভীরু হয়ো না।" *মুয়াত্তা মালিক-৯৬৩*

২৪. অহংকার

২০৫. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর যারা আমাদের সাক্ষাতের আশা করে না, তারা বলে, আমাদের কাছে ফেরেশতা নাযিল করা হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের রবকে দেখি না কেন? তারা তো তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং তারা গুরুতর অবাধ্যতায় মেতে উঠেছে।" *সুরা ফুরকান, ২৫:২১*

২০৬. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'মানুষ তো পছন্দ করে যে, তার কাপড় সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক। (তাহলে সেটাও কি অহংকারের মধ্যে গণ্য হবে?)' তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য ভালবাসেন। অহংকার হচ্ছে সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা।" *মুসলিম-১৬৭*

২৫. গুনাহ

২০৭. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "ওহে যারা ঈমান এনেছ, মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয় করার তীরসমূহ অপবিত্র এবং শয়তানের কাজ। কাজেই তোমরা সেগুলো বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" *সুরা মায়েদাহ, ৫:৯০*

২০৮. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "নিশ্চয়ই যারা এতীমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেট আগুন দ্বারাই ভর্তি করছে; আর অচিরেই তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে।" *সুরা নিসা, ৪:১০*

২০৯. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর ব্যয় কর আল্লাহ্র পথে এবং নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না। আর অনুগ্রহ (ইহসান) কর। আল্লাহ্ অনুগ্রহকারীদেরকে (মুহসিনদের) ভালবাসেন।" *সুরা বাকারাহ্, ২:১৯৫*

২১০. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "ধ্বংস তাদের জন্য যারা ওজনে কম দেয়। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে, এবং যখন তাদের জন্য ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।" *সুরা মুতাফফিফিন, ৮৩:১-৩*

২১১. নাওয়াস ইবনে সাম'আন রা. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সা.কে পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তখন তিনি জবাব দিলেন, পুণ্য হলো উন্নত চরিত্র। আর পাপ হলো, যা তোমার অন্তরে দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে এবং লোকে তা জানুক তা তুমি অপছন্দ কর।' *মুসলিম-৬৪১০*

২১২. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ কথা বললেন না, তাদের (গুনাহ থেকে) পবিত্র করবেন না। তাদের প্রতি তাকাবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। যথা: ১) বৃদ্ধ ব্যভিচারী; ২) মিথ্যাবাদী শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধান; এবং ৩) অহংকারী দরিদ্র ব্যক্তি।" *মুসলিম-১৯৭*

২১৩. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "যে ব্যক্তি কারো জমি এক বিঘত পরিমাণ অন্যায়ভাবে দখল করে নেবে, (কিয়ামতের দিন) সাত তবক জমি তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।" *বুখারী-২৪৫৩*

২১৪. একদা রাসুলুল্লাহ সা. বাজারে এক খাদ্যরাশির নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাতে নিজ হাত ঢুকালেন। তিনি আঙ্গুলে অনুভব করলেন যে, ভিতরের শস্য ভিজে আছে। বললেন, 'ওহে ব্যাপারী! এ কি ব্যাপার?' ব্যাপারী বলল, 'হে আল্লাহ্‌র রাসুল! ওতে বৃষ্টি পড়েছে।' তিনি বললেন, 'ভিজেগুলোকে শস্যের উপরে রাখলে না কেন, যাতে লোকে দেখতে পেত? (জেনে রাখ!) যে আমাদেরকে ধোকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।' *মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন-১৫৮৭*

২১৫. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "হে ঐ জামাআত, যারা মুখে ইসলাম কবুল করেছ কিন্তু অন্তরে এখনো ঈমান মজবুত হয়নি। তোমরা মুসলিমদের কষ্ট দিবে না, তাদের লজ্জা দিবে না এবং তাদের গোপন দোষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হবে না। কেননা, যে লোক তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন দোষ অনুসন্ধানে নিয়োজিত হবে আল্লাহ্ তা'আলা তার গোপন দোষ প্রকাশ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তির দোষ আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ করে দিবেন তাকে অপমান করে ছাড়বেন, সে তার উটের হাওদার ভিতরে অবস্থান করে থাকলেও।" *তিরমিযী-২০৩২*

২১৬. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "যে ব্যক্তি আররাফ (গণকের) কাছে গেল এবং তাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল, চল্লিশ রাত তার কোন সালাত কবুল করা হয় না।" *মুসলিম-৫৬২৭*

২১৭. ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "(বাজারের) বাইরে গিয়ে পণ্য নেওয়ার জন্য ব্যবসায়ীদের সাথে সাক্ষাৎ করবে না। আর কোন শহুরে লোক যেন কোন গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রয় না করে।" ত্বাউস তাঁকে বললেন, 'কোন শহুরে লোক যেন কোন গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রয় না করে' এর অর্থ কি? তিনি বললেন, 'সে যেন তার দালালি না করে।' *বুখারী ও মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন-১৭৮৬*

২১৮. রাসুলুল্লাহ সা. মদ সংশ্লিষ্ট দশজনের প্রতি লানত করেছেন। যথা: ১) মদ তৈরিকারী, ২) মদের ফরমায়েশকারী, ৩) মদ পানকারী, ৪) মদ বহনকারী, ৫) যার জন্য মদ বহন করা হয়, ৬) মদ পরিবেশনকারী, ৭) মদ বিক্রয়কারী, ৮) এর মূল্য ভোগকারী, ৯) মদ ক্রেতা এবং ১০) যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়।" *তিরমিযি-১২৯৫*

২১৯. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "যে বাড়িতে কুকুর এবং প্রাণীর ছবি থাকে তাতে ফেরেশতামন্ডলী প্রবেশ করেন না।" *বুখারী-৩৩২২*

২২০. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর আল্লাহ্কে ছেড়ে যাদেরকে তারা (অমুসলিমরা) ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কেননা তারা সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ্কে গালি দিবে।" *সুরা আনআম, ৬:১০৮*

২২১. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "আল্লাহ্ বলেন, "তাদের চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে যে আমার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে? তাহলে তারা একটি অনু কিংবা শস্যদানা কিংবা যব তৈরি করুক।" *বুখারী-৭৫৫৯*

২৬. *মিথ্যা ও মুনাফিক*

২২২. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "...সুতরাং, তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা কথা বর্জন কর।" *সুরা হাজ্জ, ২২:৩০*

২২৩. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "আমার কথা পৌঁছিয়ে দাও, তা যদি একটি আয়াতও হয়। আর বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলী বর্ণনা কর, এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যে কেউ ইচ্ছে করে আমার উপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামকেই তার ঠিকানা নির্দিষ্ট করে নিল।" *বুখারী-৩৪৬১*

২২৪. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বলে বেড়ায়।" *মুসলিম-৫*

২২৫. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "তোমরা কু-ধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাক। কারণ, কু-ধারণা সব চাইতে বড় মিথ্যা কথা।...।" *মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন-১৫৭৮*

২২৬. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ কথা বলবেন না। তাদের প্রতি তাকালেন না, তাদের পবিত্র করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। রাবী বলেন, তিনি এ কথাটি তিনবার বললেন। আবু যার রা. আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এরা কারা? তিনি বললেন: এরা হচ্ছে- ১) যে ব্যক্তি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরে, ২) যে ব্যক্তি দান করে খোটা দেয় এবং ৩) যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করে।" *মুসলিম-১৯৫*

২২৭. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "যে বিষয়ে তোমার সন্দেহ হয়, তা ছেড়ে দিয়ে যাতে সন্দেহের সম্ভাবনা নেই তা গ্রহণ কর। যেহেতু, সত্য হলো শান্তি ও স্বস্তি এবং মিথ্যা হলো দ্বিধা-সন্দেহ।" *তিরমিযী-২৫১৮*

২২৮. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "যার মধ্যে চারটি স্বভাব পাওয়া যাবে, সে খাঁটি মুনাফেক হয়ে যাবে। আর যার মধ্যে এগুলোর একটি স্বভাব থাকবে, তার মধ্যে মুনাফেকীর একটি স্বভাব থেকে যাবে; যতক্ষণ না সে তা বর্জন করবে। ১) তাকে আমানত দেওয়া হলে সে খিয়ানত করবে। ২) কথা বললে মিথ্যা বলবে। ৩) ওয়াদা করলে খেলাফ করবে। এবং ৪) ঝগড়া করলে গালি-গালাজ করবে।" *বুখারী ও মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন-৬৯৫*

২৭. *রিয়া*

২২৯. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "আমল বা কাজ (এর প্রাপ্য হবে) নিয়ত অনুযায়ী। মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। সুতারাং, যার হিজরত হবে ইহকাল লাভের অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে- তবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হবে, যে জন্যে, সে হিজরত করেছে।" *বুখারী-১*

২৩০. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার বিচার করা হবে, সে হচ্ছে এমন একজন যে শহীদ হয়েছিল। তাঁকে হাযির করা হবে এবং আল্লাহ্ তাঁর নিয়ামত রাশির কথা তাকে বলবেন এবং সে তাঁর সবটাই চিনতে পারবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন: এর বিনিময়ে কি আমল করেছিলে? সে বলবে, আমি আপনার (সন্তুষ্টির) জন্য যুদ্ধ করেছি এমন কি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ্ বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি বরং এ জন্যেই যুদ্ধ করেছিলে যাতে লোকে তোমাকে বলে তুমি বীর। তা তো বলা হয়েছে। এরপর নির্দেশ দেওয়া হবে, সে মতে তাকে উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর, এমন এক ব্যক্তির বিচার করা হবে-যে জ্ঞান অর্জন ও বিতরণ করেছে এবং কুরআন অধ্যয়ন করেছে। তখন তাকে হাযির করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রদত্ত নিয়ামতের কথা তাকে বলবেন এবং সে তা চিনতে পারবে। তখন আল্লাহ্ বলবেন: এর বিনিময়ে তুমি কি করেছিলে? জবাবে সে বলবে, আমি জ্ঞান অর্জন করেছি এবং তা শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনারই (সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে কুরআন অধ্যয়ন করেছি। জবাবে আল্লাহ্

বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি তো জ্ঞান অর্জন করেছিলে এজন্যে যাতে লোকে তোমাকে জ্ঞানী বলে। কুরআন তিলাওয়াত করেছিলে এ জন্যে-যাতে লোকে বলে সে একজন ক্বারী। তা বলা হয়েছে। তারপর আদেশ দেওয়া হবে এবং তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর, এমন এক ব্যক্তির বিচার হবে যাকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বচ্ছলতা এবং সর্ববিধ সম্পদ দান করেছেন। তাকে হাযির করা হবে এবং প্রদত্ত নিয়ামত সমূহের কথা বলবেন এবং সে তা চিনতে পারবে। তখন তিনি (আল্লাহ্) বলবেন: এর বিনিময়ে তুমি কি আমল করেছো? জবাবে সে বলবে, সম্পদ ব্যয়ের এমন কোন খাত নেই যাতে সম্পদ ব্যয় আপনি পছন্দ করেন অথচ আমি সে খাতে আপনার (সন্তুষ্টির) জন্যে করিনি। তখন আল্লাহ্ বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি বরং এ জন্যে তা করেছিলে-যাতে লোকে তোমাকে 'দানবীর' বলে অবিহিত করে। তা বলা হয়েছে। তারপর নির্দেশ দেওয়া হবে, সে মতে তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" *মুসলিম-৪৭৭০*

২৮. সুদ

২৩১. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা বর্জন কর; যদি তোমরা ঈমানদার হও। অতঃপর, যদি তোমরা না কর তবে আল্লাহ্ ও তার রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও।...।" *সুরা বাকারাহ্, ২:২৭৮-২৭৯*

২৩২. রাসুলুল্লাহ সা. সুদখোর, সুদদাতা, এর সাক্ষী, এর লিখক এবং যে শরীরে (উল্কি) দাগ দেয়, যাকে দাগ দেওয়া হয়, সকলের উপর লানত করেছেন। আর তিনি মৃতের উপর বিলাপ করতে নিষেধ করেছেন, এক্ষেত্রে বলেননি যে, লানত করেছেন। *নাসায়ী-৫১০৪*

২৯. অপরের হক

২৩৩. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের পাঁচটি অধিকার আছে; ১) সালামের জবাব দেয়া, ২) দাওয়াত কবুল করা, ৩) জানাযায় উপস্থিত হওয়া, ৪) রোগীকে দেখতে যাওয়া এবং ৫) হাঁচিদাতা আলহামদুলিল্লাহ বললে তার জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা।" *ইবনে মাজাহ-১৪৩৫*

২৩৪. সালামা ইবনু আকওয়া রা. থেকে বর্ণিত যে, একদিন নাবি সা.-এর কাছে সালাতে জানাযা আদায়ের জন্য একটি জানাযা উপস্থিত করা হল। তখন নাবি সা. জিজ্ঞাসা করলেন, তার কি কোন ঋণ আছে? সাহাবিগণ বললেন, না। তখন তিনি তার জানাযার সালাত (নামাজ) আদায় করলেন। তারপর আরেকটি জানাযা উপস্থিত করা হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তার কি কোন ঋণ আছে? সাহাবিগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'তোমাদের সাথীর জানাযা তোমরাই আদায় করে নাও।' আবু কাতাদা রা. বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তার ঋণের দায়-দায়িত্ব আমার উপর। তখন তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। *বুখারী-২১৪৮*

২৩৫. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "যে ব্যক্তি কসমের মাধ্যমে কোন মুসলিমের হক বিনষ্ট করে তার জন্য আল্লাহ্ জাহান্নাম অবধারিত করে রেখেছেন এবং জান্নাত হারাম করে রেখেছেন। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসুল! যদি তা অতি সামান্য বস্তু হয়, তবুও কি? রাসুলুল্লাহ সা. বললেন: আরাক (বাবলা গাছের মত এক ধরনের কাঁটাযুক্ত) গাছের ডাল হলেও এ শাস্তি দেয়া হবে।" *মুসলিম-২৫২*

৩০. *অন্তরের ব্যাধি*

২৩৬. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "কখনই নয়; বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে জং ধরিয়ে দিয়েছে।" (সুরা মুতাফফিফিন, ৮৩:১৪)

২৩৭. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "...আর তিনি অপবিত্রতা আরোপ করেন যারা বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করে না তাদের উপর।" *সুরা ইউনুস, ১০:১০০*

২৩৮. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "...। সুতরাং, তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না, তিনি সম্পূর্ন অবগত, কে তাকওয়া অবলম্বন করে।" *সুরা নাজম, ৫৩:৩২*

২৩৯. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর তাদের অধিকাংশ কেবল ধারণার অনুসরণ করে, নিশ্চয়ই সত্যের মোকাবেলায় ধারণা কোন কাজে আসে না। ...।" *সুরা ইউনুস, ১০:৩৬*

২৪০. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে বকরীর পালে ছেড়ে দিলেও তারা এতটুকু ক্ষতি করতে পারে না, একজনের অর্থ ও ক্ষমতার লোভ তার দ্বীনের যতটুকু ক্ষতি করতে পারে।" *তিরমিযী-২৩৭৯*

২৪১. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "তোমাদের আগেকার উম্মতদের রোগ তোমাদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে। তা হল: পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা। আর এই রোগ মুণ্ডন করে দেয়। আমি বলছি না যে, চুল মুণ্ডন করে দেয়, বরং এটা দ্বীনকে মুণ্ডন (বিনাশ) করে দেয়।...।" *তিরমিযী-২৫১০*

৩১. *জিহ্বার ক্ষতি*

২৪২. সুফিয়ান ইবনু আবদুল্লাহ আস-সাকাফী রা. হতে বর্ণিত,..., তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসুল সা. আপনার দৃষ্টিতে আমার জন্য সর্বাধিক আশংকাজনক বস্তু কোনটি? তিনি স্বীয় জিহ্বা ধরে বললেন: এই যে, এটি। *তিরমিযী-২৪১০*

২৪৩. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পিছনে ও সামনে লোকের নিন্দা করে। যে সম্পদ জমায় ও তা বার বার গণনা করে। সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে।" *সুরা হুমাযা, ১০৪:১-৩*

২৪৪. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাক। কারণ, কোন কোন অনুমান পাপ এবং তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অন্যের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাইবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে কর। আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।" *সুরা হুজুরাত, ৪৯:১২*

২৪৫. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "তোমরা কি জান, গীবত কী জিনিস? তারা বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, (গীবত হল) তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে এমন কিছু আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে। প্রশ্ন করা হল, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাই এর মধ্যে থেকে থাকে তবে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন, তুমি তার সম্পর্কে যা বলছ তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তা হলে তো তুমি তার প্রতি অপবাদ আরোপ করলে।" *মুসলিম-৬৩৫৭*

২৪৬. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "চোগলখোর (মানুষের মাঝে ফাসাদ ও শত্রুতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে যে কথা লাগিয়ে বেড়ায়) জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" *বুখারী-৬০৫৬*

২৪৭. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "পিতা-মাতাকে গালমন্দ করা কবীরা গুনাহ। সাহাবিগণ আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসুল! কেউ কি তার পিতামাতাকে গালমন্দ করতে পারে? বললেন, হ্যাঁ। কোন ব্যক্তি অন্যের পিতাকে গালি দেয়, জবাবে সেও তার পিতাকে গালি দেয়। কেউবা অন্যের মাকে গালি দেয়, জবাবে সেও তার মাকে গালি দেয়।" *মুসলিম-১৬৫*

২৪৮. একদা জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসুল! অমুক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে বেশি বেশি (নফল) সালাত আদায় করে, সওম পালন করে এবং দান-দক্ষিণায়ও খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছে; কিন্তু নিজের মুখ দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। রাসুল সা. বললেন, 'সে জাহান্নামে যাবে।' লোকটি জিজ্ঞেস করল: হ আল্লাহ্‌র রাসুল! অমুক মহিলা, যার সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম সওম পালন করে, কম দান-দক্ষিণা করে এবং কম সালাত আদায় করে। সে শুধু কয়েক টুকরো পনির (সদৃশ) আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে; কিন্তু নিজের কথার দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। রাসুল সা. বললেন, 'সে জান্নাতে যাবে।' *আহমদ ও বায়হাকী, মেশকাতুল মাসাবীহ-৪৯৯২*

২৪৯. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "যে কেউ আমার জন্য তার দু'পা (লজ্জাস্থানের) ও দু'চোয়ালের (জিহ্বার) মাঝের স্থানের দায়িত্ব নেবে, আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নেব।" *বুখারী-৬৮০৭*

৩২. *যিনা বা ব্যভিচার*

২৫০. আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন বলেন, "তোমরা ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেওনা। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল ও জঘন্য পথ।" *সুরা বনী ইসরাইল, ১৭:৩২*

২৫১. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "আদম সন্তানের জন্য ব্যভিচারের একটি অংশ নির্দিষ্ট করা আছে। এটা সে নিঃসন্দেহে পাবেই। দু'চোখের যিনা করা হচ্ছে, পরনারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা। দু'কানের যিনা হলো, যৌন উত্তেজক কথাবার্তা শ্রবণ করা। মুখের যিনা হলো, আলোচনা করা। হাতের যিনা হলো, স্পর্শ করা। পায়ের যিনা হলো, ঐ উদ্দেশ্যে যাত্রা করা। অন্তরের যিনা হল, ঐ কাজের প্রতি কুপ্রবৃত্তিকে জাগ্রত করা এবং আকাঙ্ক্ষা করা। আর গোপনাঙ্গ এমন অবস্থা সত্যায়িত বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।" বুখারী ও মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন-১৬৩০

৩৩. কতিপয় ঘৃণিত আচরণ

২৫২. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে দ্বীনকে (বিচারদিবসকে) মিথ্যা বলে? সে তো সে-ই, যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় এবং মিসকিনকে খাবার দিতে উৎসাহিত করে না।" *সুরা মাউন, ১০৭:১-৩*

২৫৩. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "তোমার রব আদেশ করছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদেরকে উহ্ শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিওনা এবং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।" *সুরা বনী ইসরাইল, ১৭:২৩*

২৫৪. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "জিব্রাইল আ. বললেন, 'হে মুহাম্মাদ সা.! যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অথবা তাদের একজনকে পেল, অথচ (তাদের সাথে সদ্ব্যবহার না করে) জাহান্নামে প্রবেশ করল, সে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূর হোক।' আমি তাতে বললাম, 'আমিন'।" *ইবনে হিব্বান-৯১৫*

২৫৫. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "নিশ্চয়ই যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর আল্লাহ্ জানেন তোমরা জান না।" *সুরা নুর, ২৪:১৯*

২৫৬. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "(ওহে যারা ঈমান এনেছো) তোমরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে অথচ তোমাদের কেউ কেউ কার্পণ্য করছ। তবে যে কার্পণ্য করে সে তো কার্পণ্য করে নিজেরই প্রতি। আর আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। আর যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে তিনি তোমাদের ছাড়া অন্য সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; অতঃপর তারা তোমাদের মত হবে না।" *সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭:৩৮*

২৫৭. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "নাবি রাসুলগণের উক্তিসমূহ যা মানব জাতি লাভ করেছে, তার মধ্যে একটি হল, "যদি তোমার লজ্জা না থাকে তাহলে তুমি যা ইচ্ছে তাই কর।" *বুখারী-৩৪৮৩*

২৫৮. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "তোমরা কু-ধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাক। কারণ, কু-ধারণা করা সব চাইতে বড় মিথ্যা কথা। অপরের গোপনীয় দোষ খুঁজে বেড়িও না, অপরের গোয়েন্দাগিরি করো না, একে অপরের সাথে (অসৎ কাজে) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করো না, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন হয়ো না। তোমরা আল্লাহ্‌র বান্দা, ভাই ভাই হয়ে যাও; যেমন তিনি তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন, এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি জুলুম করবে না, তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে না এবং তাকে তুচ্ছ ভাববে না। তাকওয়া (আল্লাহ্-ভীতি) এখানে রয়েছে। (এই সাথে তিনি নিজ বুকের দিকে ইঙ্গিত করলেন) কোন মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ ভাবা, মন্দ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, সম্ভ্রম ও সম্পদ অপর মুসলিমের উপর হারাম। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের দেহ ও আকার-আকৃতি দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন।" *মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন-১৫৭৮*

২৫৯. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "যে লোক আমাদের শিশুদের আদর করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।" *তিরমিযী-১৯২০*

২৬০. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "আল্লাহ্‌র নিকট অতিশয় ঘৃণিত মানুষ হচ্ছে অতিরিক্ত ঝগড়াটে ব্যক্তি।" *বুখারী-৪৫২৩*

২৬১. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "...। আমি কি তোমাদের জাহান্নামীদের সম্পর্কে জানাবো না? তারা হলো: কর্কশ স্বভাব, শক্ত হৃদয় ও অহংকারী।" *বুখারী-৬০৭১*

২৬২. একদা এক ব্যক্তি নাবি সা.-এর সামনে অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করলে, তিনি তিনবার এরূপ বলেন: তুমি তোমার সাথীর গলা কেটে ফেললে। এরপর তিনি বলেন: যখন তোমরা কেউ অপর কারো প্রশংসা করতে চাবে, তখন এরূপ বলবে: আমি তাকে এরূপ মনে করি, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে তাকে নির্দোষ বলে ধারণা করি না। *আবু দাউদ-৪৭৩০*

৩৪. অপচয়

২৬৩. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "নিশ্চয়ই যারা অপচয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।" *সুরা বনী ইসরাইল, ১৭:২৭*

২৬৪. আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রা. হতে বর্ণিত। নাবি সা. সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রা.-এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে সময় সা'দ রা. অজু করছিলেন। তিনি সা. বললেন, হে সা'দ! এত অপচয় কেন? সা'দ আবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসুল! অজুর মধ্যেও কি অপচয় আছে? তিনি সা. বললেন, হ্যাঁ আছে। যদিও তুমি প্রবহমান নদীর কিনারায় থাকো। *আহমদ ও ইবনে মাজাহ্‌, মিশকাতুল মাসাবীহ-৪২৭*

২৬৫. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "মানুষ পেটের চাইতে অধিক নিকৃষ্ট কোন পাত্র পূর্ণ করে না। মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারে এমন কয়েক গ্রাস খাবারই আদম সন্তানের জন্য যথেষ্ট। এর চেয়েও বেশি প্রয়োজন হলে পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।" *তিরমিযী-২৩৮০*

২৬৬. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "এমন দু'টি নিয়ামত আছে, যে দু'টোতে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। তা হচ্ছে, সুস্থতা আর অবসর।" *বুখারী-৬৪১২*

৩৫. আযাব গজব

২৬৭. আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর তোমাদের উপর যে মুসিবত আসে তা তোমাদের হাত যা অর্জন করেছে সে কারণে, আর তিনি (আল্লাহ্‌ তোমাদের) অনেক অপরাধই ক্ষমা করে থাকেন।" *সুরা আশ-শুরা, ৪২:৩০*

২৬৮. আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন বলেন, "বলুন, (শির্কের কারণে আল্লাহ্‌) তোমাদের উপরের দিক হতে অথবা পায়ের নীচের দিক থেকে গজব পাঠাতে সক্ষম অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন সন্দেহপূর্ণ দলে বিভক্ত করতে এবং এক দলকে অন্য দলের আক্রমণের স্বাদ গ্রহণ করাতে তিনি সক্ষম। দেখুন, আমরা কিরূপে বিভিন্নভাবে আয়াতসমূহ বিবৃত করি যাতে তারা অনুধাবন করতে পারে।" *সুরা আন'আম, ৬:৬৫*

২৬৯. আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন বলেন, "নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে তাদেরকে (জাহান্নামে) উচ্চকণ্ঠে বলা হবে, তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের অসন্তোষের চেয়ে আল্লাহ্‌র অসন্তোষ ছিল অধিকতর; যখন তোমাদেরকে ঈমান আনার প্রতি আহবান করা হয়েছিল কিন্তু তোমরা কুফরী (অস্বীকার) করেছিলে।" *সুরা মুমিন, ৪০:১০*

২৭০. আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন বলেন, "...তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে ঈমান আন এবং কিছু অংশে কুফরী কর? যারা এরূপ করে তাদের দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কি প্রতিদান হতে পারে এবং কেয়ামতের দিন তাদেরকে নেয়া হবে কঠিনতম শাস্তির দিকে। আর তারা যা করে আল্লাহ্‌ সে সম্পর্কে গাফিল নন।" *সুরা বাকারা, ২:৮৫*

২৭১. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, “সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই তোমরা সৎকাজের জন্য আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করবে। তা না হলে আল্লাহ্ তা'আলা শীঘ্রই তোমাদের উপর তার শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। তোমরা তখন তার নিকট দু'আ করলেও তিনি তোমাদের সেই দু'আ গ্রহণ করবেন না।” *তিরমিযী-২১৬৯*

২৭২. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, “যে জাতির মধ্যে পাপকাজ হতে থাকে এবং এগুলো বন্ধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা বন্ধ করছে না, অচিরেই আল্লাহ্ তাদের সবাইকে চরম শাস্তি দিবেন।” *আবু দাউদ-৪৩৩৮*

২৭৩. আবু হুরায়রাহ্ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নাবি সা. লোকেদের সাথে কথা বলছিলেন, এমন সময় এক বেদুইন এসে প্রশ্ন করল, 'কিয়ামত কখন হবে?' উত্তরে তিনি সা. বললেন, 'আমানত যখন নষ্ট করা হবে তখন কিয়ামতের প্রতীক্ষা কর।' লোকটি প্রশ্ন করল, 'আমানত কিভাবে নষ্ট করা হবে?' তিনি সা. বললেন, 'কাজের দায়িত্ব যখন অনুপযুক্ত লোককে দেয়া হবে তখন কিয়ামতের প্রতীক্ষা কর।' *বুখারী, মিশকাতুল মাসাবিহ-৫৪৩৯*

২৭৪. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, “যখন গনীমতের (সরকারী) মালকে ব্যক্তিগত সম্পদরূপে ব্যবহার করা হবে, আমানতকে গনীমতের মাল মনে করা হবে, যাকাতকে জরিমানা করা হবে, দ্বীন ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে ইলম হাসিল করা হবে, পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে এবং মায়ের নাফরমানী করবে আর বন্ধুকে খুব নিকটে স্থান দিবে এবং আপন পিতাকে দূরে সরিয়ে রাখবে, মসজিদ সমূহে শোরগোল করা হবে, ফাসেক ব্যক্তিই গোত্রের সরদার হবে, জাতির নিকৃষ্টতম ব্যক্তি তাদের নেতা হবে, ক্ষতির ভয়ে মানুষের সম্মান করা হবে, গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রাদি ব্যাপকভাবে প্রকাশ লাভ করবে, মদ্যপান বেড়ে যাবে এবং উম্মতের পরবর্তী কালের লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকবে। সেই সময় তোমরা অপেক্ষা কর, রক্তিম বর্ণের ঝড়ের, ভূমিকম্পের, ভূমি ধসের, রূপ বিকৃতির, পাথর বৃষ্টির এবং সুতা ছিড়া (মালার) দানার ন্যায় একটির পর একটি নিদর্শন সমূহের।” *তিরমিযী, মেশকাত শরীফ-৫২১৬*

২৭৫. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "নিকট ভবিষ্যতে তোমাদের বিরুদ্ধে (ইসলাম বিদ্বেষী) অন্যান্য সম্প্রদায় একে অন্যকে আহ্বান করবে, যে রূপ খাবারের পাত্রের প্রতি আহারকারী অন্যান্যদিগকে ডেকে থাকে। ইহা শুনে সাহাবিদের কেউ বললেন, ইহা কি এই কারণে হবে যে, আমরা সেই সময় সংখ্যায় কম হব? তিনি বললেন: না, বরং তোমরা অনেক হবে, কিন্তু তোমরা হবে স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার মত। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের প্রতি ভয়-ভীতি বের করে দিবেন। একজন জিজ্ঞাসা করলেন এর কারণ কি? তিনি সা. বললেন, তোমরা তখন দুনিয়াকে ভালবাসবে এবং মৃত্যুকে ঘৃণা করবে।" *আবু দাউদ ও বায়হাকী, মেশকাত শরীফ-৫১৩৭*

৩৬. মানুষের মর্যাদা

২৭৬. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর অবশ্যই আমরা আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।... ।" *সুরা বনী ইসরাইল, ১৭:৭০*

২৭৭. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ (আদম আ.) এবং এক নারী (হাওয়া আ.) থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র কাছে সে ব্যক্তিই বেশি মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে বেশি তাকওয়াসম্পন্ন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সব কিছুর খবর রাখেন।" *সুরা হুজরাত, ৪৯:১৩*

২৭৮. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "...যে কেউ হত্যার বিপরীতে হত্যা অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সকল মানুষকেই হত্যা করলো। আবার যে কারও জীবন রক্ষা করলো, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করলো।... ।" সুরা মায়েদাহ, ৫:৩২

২৭৯. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "মহান আল্লাহ্ তোমাদের জাহেলী যুগের মিথ্যা অহংকার ও পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে গর্ব করার প্রথাকে বিলুপ্ত করেছেন। মুমিন হলো আল্লাহ্ভীরু আর পাপী হলো দুর্ভাগা। তোমরা সকলে আদম সন্তান আর আদম আ. মাটির তৈরী। লোকদের উচিৎ বিশেষ গোত্রভুক্ত হওয়াকে কেন্দ্র করে অহংকার না করা। এখন তো তারা জাহান্নামের কয়লায় পরিণত হয়েছে। অন্যথায় তোমরা মহান আল্লাহ্র নিকট ময়লার সেই কীটের চেয়ে জঘন্য গণ্য হবে যে তার নাক দিয়ে ময়লা ঠেলে নিয়ে যায়।" *আবু দাউদ-৫১১৬*

২৮০. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "জেনে রেখো, তোমাদের দাস-দাসী তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। তাই যার ভাই তার অধীনে থাকবে, সে যেন নিজে যা খায় তাকে তা-ই খাওয়ায় এবং নিজে যা পরিধান করে, তাকেও তা-ই পরায়। তাদের উপর এমন কাজ চাপিয়ে দিও না, যা তাদের জন্য অধিক কষ্টদায়ক। যদি এমন কষ্টকর কাজ করতে দাও, তাহলে তোমরাও তাদের সে কাজে সহযোগিতা করবে।" *বুখারী-৩০*

৩৭. *অধিকাংশ মানুষের চরিত্র*

২৮১. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "অবশ্যই আমরা তোমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিলে সত্য অপছন্দকারী।" *সুরা যুখরুফ, ৪৩:৭৮*

২৮২. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর নিশ্চয়ই আপনার রব মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।" *সুরা নামল, ২৭:৭৩*

২৮৩. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আলিফ লাম-মীম-রা, এগুলো কিতাবের আয়াত, আর যা আপনার রব হতে আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই ঈমান আনে না।" *সুরা রাদ, ১৩:১*

২৮৪. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর অবশ্যই আমরা মানুষের জন্য এ কুরআনে বিভিন্ন উপমা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কুফরী করা ছাড়া ক্ষান্ত হয়নি।" *সুরা বনী ইসরাঈল, ১৭:৮৯*

২৮৫. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর যদি আপনি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চলেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা শুধু আন্দাজ-অনুমানের অনুসরণ করে; আর তারা শুধু অনুমানভিত্তিক কথা বলে।" *সুরা আনআম, ৬:১১৬*

৩৮. *অন্ধ অনুসরণ*

২৮৬. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা তোমরা অনুসরণ কর', তারা বলে, 'না, বরং আমরা অনুসরণ করবো তার, যার উপর আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি।' যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছু বুঝতো না এবং তারা সৎপথে পরিচালিত ছিল না, তবুও কি?" *সুরা বাকারাহ্, ২:১৭০*

২৮৭. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "অথবা তোমরা যেন বলতে না পার যে, 'আমাদের পূর্বপুরুষরাই পূর্বে শির্ক করেছে, আর আমরা ছিলাম তাদের পরবর্তী বংশধর (অন্ধ অনুসরণকারী)। সুতরাং, বাতিলপন্থিরা যা (উদ্ভাবন) করেছিল, তার কারণে আপনি কি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন?" *সুরা আরাফ, ৭:১৭৩*

২৮৮. এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সা.-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল: হে আল্লাহ্‌র রাসুল! এমন ব্যক্তির ব্যাপারে আপনি কী বলেন, যে ব্যক্তি কোন দলকে ভালবাসে, কিন্তু (আমলের ক্ষেত্রে) তাদের সমান হতে পারেনি? তিনি বললেন, 'মানুষ যাকে ভালবাসে সে তারই সাথী হবে।' *বুখারী-৬১৬৯*

২৮৯. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের নীতি-পদ্ধতি পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করবে, বিঘতে বিঘতে ও হাতে হাতে, এমনকি তারা যদি সাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকে তাহলেও তোমরা তাদের অনুসরণ করবে। আমরা বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তারা কি ইহুদি ও খ্রিস্টানরা? তিনি বললেন, তবে আর কারা?" *মুসলিম-৬৫৩৯*

২৯০. ইবনে আব্বাস রা. বলেন, "নাবি সা. ঐসব পুরুষকে লানত করেছেন যারা নারীর বেশ ধারণ করে এবং ঐসব নারীকে যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে।" *বুখারী-৫৮৮৫*

৩৯. *অন্যায় কাজে সহায়তা*

২৯১. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "...নেককাজ ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।" *সুরা মায়েদা, ৫:২*

২৯২. আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ রা. বলেন, "যে ব্যক্তি তার কওমের লোকদেরকে অন্যায়ভাবে সাহায্য করে, সে ঐ উটের মত, যেটিকে গর্তে পড়ার পর তার লেজ ধরে টানা হচ্ছে।" *আবু দাউদ-৫১১৭ মারফুরূপে*

২৯৩. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "কোনো স্থানে যখন অন্যায় সংঘটিত হয়, তখন সেখানে উপস্থিত ব্যক্তি তাতে অসন্তুষ্ট হলে, সে অনুপস্থিতিদের মতোই গণ্য হবে (তার গুনাহ হবে না)। আর যে ব্যক্তি অন্যায় কাজের স্থান থেকে অনুপস্থিত হয়েও তাতে সন্তুষ্ট হয়, সে অন্যায়ে উপস্থিতদের অন্তর্ভুক্ত।" *আবু দাউদ-৪৩৪৫*

৪০. আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত

২৯৪. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "(হে মুহাম্মাদ) বলুন, এটাই আমার পথ, আমি আল্লাহ্‌র পথে ডাকি জেনে-বুঝে, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর আল্লাহ্ কতই না পবিত্র মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।" *সুরা ইউসুফ, ১২:১০৮*

২৯৫. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "(হে নাবি) আপনি আপনার রবের পথে ডাক দিন হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করবেন উত্তম পন্থায়।... ।" *সুরা নাহল, ১৬:১২৫*

২৯৬. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "নিশ্চয়ই সকল মানুষ ক্ষতির মাঝে নিপতিত। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ করেছে এবং পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছে হকের এবং উপদেশ দিয়েছে ধৈর্যের।" *সুরা আছর, ১০৩:২-৩*

২৯৭. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল যেন থাকে যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে; আর তারাই সফলকাম।" *সুরা ইমরান, ৩:১০৪*

২৯৮. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "(হে নাবি) বলুন, হে আহলে কিতাবগণ! এসো সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; (তা এই যে) আমরা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করব না এবং আমাদের কেউ আল্লাহ্‌কে ছাড়া একে অপরকে রব হিসেবে গ্রহণ করব না। তারপর, যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তোমরা বল, তোমরা সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয়ই আমরা মুসলিম।" *সুরা আলে ইমরান, ৩:৬৪*

২৯৯. আয়িশা রা. বলেন, "...মুফাস্‌সাল সুরাসমূহের মাঝে প্রথমত ঐ সুরাগুলো অবতীর্ণ হয়েছে যার মধ্যে জান্নাত ও জাহান্নামের উল্লেখ রয়েছে। তারপর, যখন লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল তখন হালাল-হারামের বিধান সম্বলিত সুরাগুলো অবতীর্ণ হয়েছে। যদি প্রথমেই এ আয়াত অবতীর্ণ হত যে, তোমরা মদ পান করো না, তাহলে লোকেরা বলত, আমরা কখনো মদপান ত্যাগ করব না। যদি শুরুতে অবতীর্ণ হতো তোমরা ব্যভিচার করো না, তাহলে তারা বলত আমরা কখনো অবৈধ যৌনাচার ত্যাগ করব না।... ।" *বুখারী-৪৯৯৩*

৩০০. রাসুলুল্লাহ সা. মু'আয ইবনু জাবালকে (গভর্নর হিসেবে) ইয়ামেনে পাঠানোর সময় তাঁকে বললেন, "অচিরেই তুমি আহলে কিতাবদের এক গোত্রের কাছে যাচ্ছ। যখন তুমি তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছাবে তখন তাদেরকে এ দাওয়াত দেবে তারা যেন সাক্ষ্য দেয় যে 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সা. আল্লাহ্‌র রাসুল।' এরপর, তারা যদি তোমার এ কথা মেনে নেয়, তখন তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ্ তোমাদের উপর দিনে ও রাতে পাঁচবার সালাত ফরয করে দিয়েছেন। তারা তোমার এ কথা মেনে নিলে তুমি তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ্ তোমাদের উপর যাকাত ফরয করে দিয়েছেন, যা তাদের বিত্তশালীদের নিকট হতে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের অভাবগ্রস্তদের মাঝে বিতরণ করা হবে। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয়, তা হলে (যাকাত গ্রহণকালে) তাদের মালের উৎকৃষ্টতম অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। মযলুমদের বদদু'আকে ভয় করবে, কেননা মযলুমের বদদু'আ এবং আল্লাহ্‌র মাঝখানে কোন আড়াল থাকে না।" *বুখারী-৪৩৪৭*

৩০১. রাসুলুল্লাহ সা. আলী রা. কে সম্বোধন করে বললেন, "তুমি সোজা এগিয়ে যাও। তুমি তাদের যুদ্ধের প্রান্তরে উপস্থিত হলে প্রথমে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাও এবং তাদের কর্তব্য সম্পর্কে তাদের অবহিত কর। আল্লাহ্‌র কসম, যদি একটি ব্যক্তিও তোমার দ্বারা হেদায়েত লাভ করে, তবে তা তোমার জন্য লাল রংয়ের উটের চেয়েও উত্তম।" *বুখারী-২৯৪২*

৩০২. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "যে লোক হেদায়েতের পথের দিকে আহবান করে, তার জন্য সে পথের অনুসারীদের প্রতিদানের সমান প্রতিদান রয়েছে। এতে তাদের প্রতিদান হতে সামান্য ঘাটতি হবে না। আর যে লোক ভ্রষ্টতার দিকে আহবান জানাবে, তার উপর সে রাস্তার অনুসারীদের পাপের অনুরূপ পাপ বর্তাবে। এতে তাদের পাপরাশি সামান্য হালকা করা হবে না।" *মুসলিম-৬৫৬০*

৪১. হতাশ না হওয়া

৩০৩. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "তোমরা হীনবল হয়ো না এবং চিন্তিতও হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও।" *সুরা আলে ইমরান, ৩:১৩৯*

৩০৪. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "মুসলিম ব্যক্তির উপর যে কষ্ট ক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আসে, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে ফুটে, এ সবের মাধ্যমে আল্লাহ্ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।" *বুখারী-৫৬৪২*

৩০৫. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "আল্লাহ্ ভাল-মন্দ লিখে দিয়েছেন। এরপর সেগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং, যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবে করল না, আল্লাহ্ তাঁর কাছে এর জন্য পূর্ণ সাওয়াব লিখবেন। আর যে ভাল কাজের ইচ্ছা করল এবং তা বাস্তবেও করল তবে আল্লাহ্ তাঁর কাছে তার জন্য দশ গুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত এমন কি এর চেয়েও অধিক সাওযাব লিখে দেন। আর যে কোন মন্দ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবায়ন করল না, আল্লাহ্ তাঁর কাছে তার জন্য পূর্ণ সাওয়াব লিখবেন। আর যদি সে মন্দ কাজের ইচ্ছা করার পর বাস্তবেও তা করে, তবে তার জন্য আল্লাহ্ মাত্র একটা গুনাহ লিখেন।" *বুখারী-৬৪৯১*

৩০৬. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "তোমরা জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচো এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও। আর যদি তা না পাও, তবে উত্তম কথা দিয়ে হলেও।" *বুখারী-৬০২৩*

৩০৭. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "মানুষের শরীরে তিনশো ষাটটি জোড়া রয়েছে। তার প্রতিটি জোড়ার জন্য সাদাকাহ করা উচিত। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র নাবি, কেউ কি এতো সাদাকাহ করতে সক্ষম? তিনি বললেন: তুমি মসজিদের শ্লেষ্মা পুতে (থুতু মুছে) দিবে এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলবে। তুমি যদি তাও না পারো তাহলে চাশতের সময় দুই রাকাত সালাত আদায় করবে, তাহলে এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।" *আবু দাউদ-৫২৪২*

৩০৮. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "যে কোন মুসলিম যখন ফলজ বৃক্ষ রোপন করবে তা থেকে যা কিছু খাওয়া হয় তা তার জন্যে দান স্বরূপ, যা কিছু চুরি হয় তাও দান স্বরূপ, বন্য জন্তু যা খেয়ে নেয় তাও দান স্বরূপ। পাখী যা খেয়ে নেয় তাও দান স্বরূপ। আর কেউ কিছু নিয়ে গেলে তাও তার জন্যে দান স্বরূপ।" *মুসলিম-৩৮৬০*

৩০৯. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "প্রত্যেক মুসলিমের উপর সাদাকাহ করা ওয়াজিব। প্রশ্ন করা হল, যদি সাদাকাহ করার জন্য কিছু না পায়? তিনি বললেন, তবে সে নিজ হাতে উপার্জন করবে এবং নিজে উপকৃত হবে ও সাদাকাহ করবে। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, যদি সে এতেও সক্ষম না হয় তবে কী হবে? তিনি বললেন, তাহলে সে অসহায় আর্ত মানুষের সাহায্য করবে। রাবী বলেন, আবার জিজ্ঞেস করা হল, যদি সে এতেও সক্ষম না হয়? তিনি বললেন, তাহলে সৎ কাজের কিংবা কল্যাণের আদেশ করবে। আবারো জিজ্ঞেস করা হল, যদি সে তাও না করে? তিনি বললেন, তবে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে। কেননা এটাও সাদাকাহ।" *মুসলিম-২২২৩*

৪২. সহজীকরণ

৩১০. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আল্লাহ্ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না।... ।" *সুরা বাকারাহ্, ২:২৮৬*

৩১১. নাবি সা.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কী? তিনি বললেন, "যে আমল সদাসর্বদা নিয়মিত করা হয় যদিও তা অল্প হয়। তিনি আরও বললেন, তোমরা সাধ্যের অতীত কাজ নিজের উপর চাপিয়ে নিও না।" *বুখারী-৬৪৬৫*

৩১২. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "তোমরা সহজ পন্থা অবলম্বন কর, কঠিন পন্থা অবলম্বন করো না, মানুষকে সুসংবাদ দাও, বিরক্তি সৃষ্টি করো না।" *বুখারী-৬৯*

৩১৩. আয়িশাহ রা. বলেন, "রাসুলুল্লাহ সা.কে যখন কোন দু'টি কাজের মধ্যে এখতিয়ার দেয়া হতো, তখন তিনি দু'টির মধ্যে অপেক্ষাকৃত সহজটি গ্রহণ করতেন যদি তা গুনাহর কাজ না হত। আর যদি তা গুনাহের কাজ হতো, তা হলে তিনি তাথেকে সবার চেয়ে দূরে সরে থাকতেন। রাসুলুল্লাহ সা. কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। অবশ্য কেউ আল্লাহ্‌র নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করলে, তিনি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তার প্রতিশোধ নিতেন।" *বুখারী-৬১২৬*

৩১৪. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "চরমপন্থীরা (সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনাতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বনকারী) ধ্বংস হয়েছে, তিনি এ কথা তিনবার বললেন।" *আবু দাউদ-৪৬০৮*

৩১৫. আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নাবি সা. কে দেখলাম, জামরাহর নিকট তাঁকে মাসআলা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল: 'হে আল্লাহ্র রাসুল! আমি কংকর মারার পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছি।' তিনি বললেন 'কঙ্কর মার, তাতে কোন ক্ষতি নেই।' অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহ্র রাসুল! আমি কুরবানী করার পূর্বেই মাথা কামিয়ে ফেলেছি।' তিনি বললেন, 'কুরবানী করে নাও, কোন ক্ষতি নেই।' বস্তুতঃ আগ পিছ করার যে কোন প্রশ্নই তাঁকে করা হচ্ছিল, তিনি বলছিলেন, 'কর, কোন ক্ষতি নেই।' *বুখারী-১২৪*

৩১৬. আবু হুরায়রাহ্ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আল্লাহ্র রাসুল সা.-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসুল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। আল্লাহ্র রাসুল সা. বললেন, 'তোমার কী হয়েছে?' সে বলল, আমি সিয়াম অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছি। আল্লাহ্র রাসুল সা. বললেন, 'আযাদ করার মত কোন ক্রীতদাস তুমি পাবে কি? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি কি একাধারে দু'মাস সওম পালন করতে পারবে? সে বলল, না। এরপর তিনি বললেন: ষাটজন মিসকীন খাওয়াতে পারবে কি? সে বলল, না। রাবী বলেন, তখন নাবি সা. থেমে গেলেন, আমরাও এ অবস্থায় ছিলাম। এ সময় নাবি সা.-এর কাছে এক আরাক (ঝুড়ি) পেশ করা হল যাতে খেজুর ছিল। নাবি সা. বললেন, প্রশ্নকারী কোথায়? সে বলল, আমি। তিনি বললেন, এগুলো নিয়ে সাদাকাহ করে দাও। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসুল! আমার চাইতেও বেশি অভাবগ্রস্তকে সাদাকাহ্ করব? আল্লাহ্র শপথ, মদিনার উভয় প্রান্তের মধ্যে আমার পরিবারের চেয়ে অভাবগ্রস্ত কেউ নেই। আল্লাহ্র রাসুল সা. হেসে উঠলেন এবং তাঁর দাঁত দেখা গেল। অতঃপর তিনি বললেন, এগুলো তোমার পরিবারকে খাওয়াও। *বুখারী-১৯৩৬*

৪৩. দায়িত্ব ও কর্তব্য

৩১৭. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর।...।" *সূরা আত-তাহরীম, ৬৬:০৬*

৩১৮. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে জালিম হোক অথবা মজলুম হোক। এক লোক বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসুল! মজলুম হলে তাকে সাহায্য করব তা তো বুঝলাম। কিন্তু জালিম হলে তাকে কিভাবে সাহায্য করব? তিনি বললেন, তাকে অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখবে। আর এটাই হল তার সাহায্য।" *বুখারী-৬৯৫২*

৩১৯. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "হে আবদুর রহমান ইবনু সামুরাহ! তুমি নেতৃত্ব চেও না। কারণ, চাওয়ার পর যদি তোমাকে তা দেয়া হয়, তবে তার দায়িত্ব তোমার উপরই বর্তাবে। আর যদি চাওয়া ছাড়াই তা তোমাকে দেয়া হয় তবে এ ক্ষেত্রে তোমাকে সাহায্য করা হবে। আর কোন বিষয়ে কসম করার পর, তার বিপরীত দিকটিকে যদি তার চেয়ে কল্যাণকর মনে কর, তাহলে কসমের কাফ্‌ফারা আদায় কর এবং কল্যাণকর কাজটি বাস্তবায়িত করো।" *বুখারী-৭১৪৬*

৩২০. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "তোমরা রাস্তার উপর বসা ছেড়ে দাও। লোকজন বলল, এ ছাড়া আমাদের কোন পথ নেই। কেননা, এটাই আমাদের উঠাবসার জায়গা এবং এখানেই আমরা কথাবার্তা বলে থাকি। নাবি সা. বলেন, যদি তোমাদের সেখানে বসতেই হয়, তবে রাস্তার হক আদায় করবে। তারা বলল, রাস্তার হক কী? তিনি সা. বললেন, দৃষ্টি অবনমিত রাখা, কাউকে কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেয়া, সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করা।" *বুখারী-২৪৬৫*

৩২১. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "আল্লাহ্‌ বলেন: যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর/বন্ধুর সঙ্গে শত্রুতা রাখবে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষনা করি। আমার বান্দার উপর আমি যা ফরজ করেছি তার চাইতে অন্য কোন কাজ দ্বারা আমার অধিক নৈকট্য লাভ করবে না। আর আমার বান্দা নফল কাজের দ্বারা আমার আরো নৈকট্য লাভ করতে থাকবে। এমন কি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে নেই যে, আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে সবকিছু দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যার দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কোন কিছু চায়, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দেই।...।" *বুখারী-৬০৫৮*

৪৪. জবাবদিহিতা

৩২২. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে। একজন শাসক সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের রক্ষক, সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন স্ত্রী তার স্বামীর গৃহের রক্ষক, সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন গোলাম তার মনিবের সম্পদের রক্ষক, সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব সাবধান, তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে।" *বুখারী-৫১৮৮*

৩২৩. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামতের দিন রবের নিকট থেকে আদম সন্তানের পা সরবে না। ১) জিজ্ঞাসা করা হবে তার বয়স সম্পর্কে, কি কাজে সে তা অতিবাহিত করেছে; ২) তার যৌবন সম্পর্কে কি কাজে সে তা বিনাশ করেছে; ৩) তার সম্পদ সম্পর্কে, কোথা থেকে সে তা অর্জন করেছে আর ৪) কি কাজে সে তা ব্যয় করেছে এবং ৫) সে যা শিখেছিল তদনুযায়ী কি আমল সে করেছে?" *তিরমিযী-২৪১৯*

৩২৪. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি মুসলিম জনসাধারণের দায়িত্ব লাভ করল এবং তার মৃত্যু হল এ হালতে যে, সে ছিল খেয়ানতকারী, তাহলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।" *বুখারী-৭১৫১*

৩২৫. আবু হুরায়রাহ্ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের এই আয়াতটি নাযিল করলেন, 'আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন' (শু'আরা, ২১৪) তখন আল্লাহ্‌র রাসুল সা. দাঁড়ালেন এবং বললেন, "হে কুরাইশ সম্প্রদায়! কিংবা অনুরূপ শব্দ বললেন, তোমরা আত্মরক্ষা কর। আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। বানূ আব্দ মানাফ! আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে 'আব্বাস ইবনু 'আবদুল মুত্তালিব! আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না। হে সাফিয়্যাহ! আল্লাহ্‌র রাসুলের ফুফু, আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না। হে ফাতিমাহ বিনতে মুহাম্মাদ! আমার ধন-সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও। আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না।" *বুখারী-২৭৫৩*

৪৫. ন্যায়বিচার

৩২৬. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক, তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দাও; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয় তবুও। সে ধনী হোক অথবা গরীব হোক, আল্লাহ্ উভয়েরই ঘনিষ্টতর। সুতরাং, তোমরা বিচার করতে খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল অথবা পাশ কেটে যাও, তাহলে (জেনে রাখ) তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তার খবর রাখেন।" *সুরা নিসা, ৪:১৩৫*

৩২৭. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "ওহে যারা ঈমান এনেছ,......কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনই সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে।...।" *সুরা মায়েদা, ৫:২*

৩২৮. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর তোমরা হককে বাতিলের সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জানা সত্ত্বেও হককে গোপন করো না।" *সুরা বাকারা, ২:৪২*

৩২৯. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "ওহে যারা ঈমান এনেছ, যদি কোন ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখ (সঠিক কিনা), এ আশঙ্কায় যে, অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হবে।" *সুরা হুজুরাত, ৪৯:০৬*

৩৩০. রাসুলুল্লাহ সা. উত্তেজিত হয়ে বললেন, "...। তুমি কি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমাঙ্ঘনকারিণীর সাজা মওকুফের সুপারিশ করছ? অতঃপর নাবি সা. দাঁড়িয়ে খুতবায় বললেন, তোমাদের পূর্বের জাতিসমূহকে এ কাজই ধ্বংস করেছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন বিশিষ্ট লোক চুরি করত, তখন তারা বিনা সাজায় তাকে ছেড়ে দিত। অন্যদিকে যখন কোন অসহায় গরীব সাধারণ লোক চুরি করত, তখন তার উপর হদ্ (শাস্তি) জারি করত। আল্লাহ্‌র কসম, যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাহ চুরি করত, তাহলে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।" *বুখারী-৩৪৭৫*

৩৩১. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "আমি তো একজন মানুষ। আর তোমরা আমার কাছে বিবাদ মীমাংসার জন্য এসে থাক। তোমাদের এক পক্ষ অন্য পক্ষ অপেক্ষা দলিল-প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে বেশি পারদর্শী হতে পারে। ফলে, দলিল-প্রমাণ দেখার কারণে যদি কাউকে তার অন্য ভাইয়ের হক দিয়ে দেই, তাহলে যেন সে তা গ্রহণ না করে। কেননা, আমি তার জন্য জাহান্নামের একটা অংশই পৃথক করে দিচ্ছি।" *বুখারী-৬৯৬৭*

৩৩২. রাসুলুল্লাহ সা. জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি বলতে পার, দরিদ্র (দেউলিয়া) কে? তারা বললেন, আমাদের মধ্যে যার দিরহাম (টাকা পয়সা) ও আসবাপত্র (ধন-সম্পদ) নেই সেই তো দরিদ্র। তখন তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সেই প্রকৃত দরিদ্র, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সালাত, সাওম ও যাকাত নিয়ে আসবে; অথচ সে এই অবস্থায় আসবে যে, একে গালি দিয়েছে, একে অপবাদ দিয়েছে, এর সম্পদ ভোগ করেছে, একে হত্যা করেছে ও একে মেরেছে। এরপর, একে তার নেক আমল থেকে দেওয়া হবে, একে তার নেক আমল থেকে দেওয়া হবে। এরপর, তার কাছে (পাওনাদারের) প্রাপ্য তার নেক আমল থেকে পূরণ করা না গেলে ঋণের বিনিময়ে তাদের পাপের একাংশ তার প্রতি নিক্ষেপ করা হবে। এরপর, তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" *মুসলিম-৬৩৪৩*

৪৬. আলেমগণের করণীয়

৩৩৩. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "...আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে উলামাগণই আল্লাহ্‌কে সবচেয়ে বেশি ভয় করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।" *সুরা ফাতির, ৩৫:২৮*

৩৩৪. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "যে লোক এমন ইলম (জ্ঞান) সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয় যা সে জানে, অতঃপর সে তা গোপন করে, তাকে কিয়ামতের দিবসে আগুনের লাগাম পরানো হবে।" *তিরমিযী-২৬৪৯*

৩৩৫. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন আগুনে পুড়ে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। এ সময় সে ঘুরতে থাকবে যেমন গাধা তার চাকা নিয়ে তার চারপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, হে অমুক ব্যক্তি! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না আমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতে আর অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতে? সে বলবে, আমি তোমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতাম বটে, কিন্তু আমি তা করতাম না আর আমি তোমাদেরকে অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতাম, অথচ আমিই তা করতাম।" *বুখারী-৩২৬৭*

৪৭. উত্তম চরিত্র

৩৩৬. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "ভাল ও মন্দ কখনও সমান হতে পারে না। মন্দকে ভালোর মাধ্যমে প্রতিহত কর। যদি এ পদ্ধতি অবলম্বন করেন তবে আপনার শত্রুও অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হবে।" (সুরা হা-মীম সেজদা, ৪১:৩৪) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, "মুমিনদেরকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, সে যেন ক্রোধের সময় ধৈর্য ধারণ করে এবং অন্যদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার উপর নিজেদের সহনশীলতার পরিচয় দেয়। তারা যেন অপরের অপরাধকে ক্ষমার চোখে দেখে। এরূপ লোককে আল্লাহ্ তা'য়ালা শয়তানের আক্রমণ হতে রক্ষা করেন এবং তাদের শত্রুরা তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়ে যায়।" *ইবনে কাসীর*

৩৩৭. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "...সুতরাং, তোমরা কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অগ্রসর হও।...।" *সুরা বাকারাহ্, ২:১৪৮*

৩৩৮. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "যে (সৃষ্টির প্রতি) দয়া করে না, (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) তার প্রতি দয়া করা হয় না" *বুখারী-৬০১৩*

৩৩৯. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "যে দিন আল্লাহ্র (রহমতের) ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজের (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। ১) ন্যায়পরায়ণ শাসক, ২) সে যুবক যার জীবন গড়ে উঠেছে তার রবের ইবাদতের মধ্যে, ৩) সে ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে, ৪) সে দু'ব্যক্তি যারা পরস্পরকে ভালবাসে আল্লাহ্র ওয়াস্তে, একত্র হয় আল্লাহ্র জন্য এবং পৃথকও হয় আল্লাহ্র জন্য, ৫) সে ব্যক্তি যাকে কোনো উচ্চ বংশীয় রূপসী নারী আহবান জানায়, কিন্তু সে এ বলে প্রত্যাখ্যান করে যে, 'আমি আল্লাহ্কে ভয় করি', ৬) সে ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা খরচ করে বাম হাত তা জানে না, ৭) সে ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহ্র যিকর করে, ফলে তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে থাকে।" *বুখারী-৬৬০*

৩৪০. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "ধন-সম্পদের আধিক্য হলেই ধনী হয় না বরং অন্তরের ধনীই প্রকৃত ধনী" *বুখারী-৬৪৪৬*

৩৪১. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্থিব কোন বিপদ-আপদ দূর করে দেবে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিনে তার থেকে বিপদ দূরীভুত করবেন। যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্ত লোকের জন্য সহজ ব্যবস্থা (দুর্দশা লাঘব) করবে, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দুর্দশা মোচন করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ত্রুটি গোপন রাখবে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার ত্রুটি গোপন রাখবেন। বান্দা যতক্ষন তার ভাই এর সাহায্যে নিয়োজিত থাকে আল্লাহ্ ততক্ষন তার সাহায্যে নিয়োজিত থাকেন। যে ব্যক্তি ইলম হাসিলের জন্য পথে বের হয়, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন। যখন কোন সম্প্রদায় আল্লাহ্র ঘর সমূহের কোন একটিতে সমবেত হয়ে আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পরস্পরে তার পর্যালোচনায় নিয়োজিত থাকে তখন তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়। রহমতের দ্বারা তাদের আচ্ছাদিত করে এবং ফিরিশতাগণ তাদের পরিবেষ্টন করে রাখেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নৈকট্যধারীদের (ফেরেশতাগণের) মাঝে তাদের স্মরণ (আলোচনা) করেন। আর যে ব্যক্তির আমল তাকে পিছিয়ে দেবে তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে নিতে পারবে না।" *মুসলিম-৬৬০৮*

৩৪২. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "সাদাকাহ/দান করাতে সম্পদের হ্রাস হয় না। যে ব্যক্তি ক্ষমা করে আল্লাহ্ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আর কেউ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভে বিনীত হলে তিনি তার মর্যাদা সমুন্নত করে দেন।" *মুসলিম-৬৩৫৬*

৩৪৩. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার (ইহসান) করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানের খাতির করে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে।" *বুখারী ও মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন-৩১৪*

৩৪৪. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "সমানুরূপ ব্যবহারের মনোভাব নিয়ে সম্পর্ক রক্ষাকারী আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী নয়, বরং কেউ কোন ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক নষ্ট করলেও সে যদি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে তবে সেই হচ্ছে প্রকৃত সম্পর্ক রক্ষাকারী।" *তিরমিযী-১৯০৮*

৩৪৫. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "কেবল দু'টি বিষয়ে ইর্ষা করা বৈধ; ১) সে ব্যক্তির উপর, যাকে আল্লাহ্ সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর তাকে বৈধ পন্থায় অকাতরে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন; ২) সে ব্যক্তির উপর, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা (হিকমা) প্রজ্ঞা দান করেছেন, অতঃপর সে তার মাধ্যমে বিচার ফায়সালা করে ও তা অন্যকে শিক্ষা দেয়।" *বুখারী-৭৩*

৩৪৬. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "হে আয়িশা, আল্লাহ্ তা'আলা নম্র ব্যবহারকারী। তিনি নম্রতা পছন্দ করেন। তিনি নম্রতার জন্য এমন কিছু দান করেন যা কঠোরতার জন্য দান করেন না; আর অন্য কোন কিছুর জন্যও তা দান করেন না।" *মুসলিম-৬৩৬৫*

৩৪৭. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতীদের সম্পর্কে জানাবো না? (তারা হলেন) ঐ সকল লোক যারা অসহায় এবং যাদের তুচ্ছ মনে করা হয়। তারা যদি আল্লাহ্র নামে শপথ করে, তাহলে তা তিনি নিশ্চয়ই পুরা করে দেন।... ।" *বুখারী-৬০৭১*

৩৪৮. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "কোন মুসলিম বান্দা তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করলে একজন ফেরেশতা তার জবাবে বলে "আর তোমার জন্যেও অনুরূপ হোক।" *মুসলিম-৬৮২০*

৩৪৯. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "কোন ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য এই যে, সে অনর্থক কথা ও কাজ পরিত্যাগ করবে।" *মিশকাতুল মাসাবীহ-৪৮৩৯*

৩৫০. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "ন্যায়সঙ্গত ও কল্যাণকর কাজের কোন বিষয়কেই যেন তোমাদের কেউ তুচ্ছ মনে না করে। সে (ভাল করার মতো) কিছু না পেলে অন্তত তার ভাইয়ের সাথে যেন হাসিমুখে মিলিত হয়। তুমি গোশত কিনে অথবা অন্য কিছু রান্না করার সময় তাতে ঝোলের পরিমাণ বেশি রাখবে এবং তোমার প্রতিবেশীকেও তা হতে এক আজলা দিবে।" *তিরমিযী-১৮৩৩*

৪৮. তওবা

৩৫১. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আল্লাহ্কে যথার্থভাবে ভয় কর এবং আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" *সুরা আলে ইমরান, ৩:১০২*

৩৫২. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "... হে মুমিনগণ, তোমরা সকলে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন (তওবা) কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" *সুরা নুর, ২৪:৩১*

৩৫৩. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "আল্লাহ্ তাঁর বান্দার তওবায় তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশি খুশি হন যার উট মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়ার পর সে তা ফিরে পেল।" *বুখারী-৬৩০৯*

৪৯. আল্লাহ্‌র ক্ষমা

৩৫৪. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "...নিশ্চয়ই ভাল কাজসমূহ মন্দ কাজসমূহকে মিটিয়ে দেয়।... ।" *সুরা হুদ, ১১:১১৪*

৩৫৫. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেন: যে লোক একটি নেক কাজ করবে তার জন্যে রয়েছে দশগুণ প্রতিদান; আর আমি তাকে আরও বৃদ্ধি করে দিব। আর যে লোক একটি খারাপ কর্ম করবে তার প্রতিদান সে কর্মের সমান অথবা আমি তাকে মাফ করে দিব। যে লোক আমার প্রতি এক বিঘত এগিয়ে আসে আমি তার প্রতি এক হাত অগ্রসর হই। আর যে লোক আমার প্রতি এক হাত এগিয়ে আসে আমি তার দিকে দু'হাত অগ্রসর হই। যে লোক আমার নিকট পায়ে হেঁটে আসে আমি তার প্রতি দৌড়িয়ে আসি। যে লোক আমার সাথে কাউকে কোন বিষয়ে (শির্ক) অংশীদার স্থাপন ব্যতীত পৃথিবী তুল্য গুনাহ নিয়েও আমার সাথে সাক্ষাৎ করে তাহলে আমি তার সাথে অনুরূপ পৃথিবী তুল্য ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাৎ করি।" *মুসলিম-৬৭২৬*

৩৫৬. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "নিজের অপরাধ প্রকাশকারী ছাড়া আমার সমস্ত উম্মতের গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। নিজের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করার মানে হচ্ছে এই যে, মানুষ রাতে কোন ধরনের অপরাধজনিত কাজ করে, তারপর সকাল হয় আর তার রব সেটা লুক্কায়িত রাখেন। এতদসত্ত্বেও সে বলে, হে অমুক! গত রাতে আমি এ কাজ করেছি। অথচ, রাতে তার রব সেটাকে গোপন রেখেছেন এবং অবিরত তার রব সেটাকে গোপন রাখছিলেন আর সে রাত অতিবাহিত করেছিল। কিন্তু সকালে সে তার রবের গোপনীয় বিষয়টিকে উন্মোচন করে দেয়।" *মুসলিম-৭৩৭৫*

৩৫৭. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "এক ব্যক্তি বলল, 'আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ অমুককে মাফ করবেন না।' তখন আল্লাহ্ বললেন, সে কে যে আমার নামে কসম খেয়ে বলে, আমি অমুককে মাফ করব না? যাও, আমি তাকে মাফ করলাম এবং তোমার (কসমকারীর) আমল নষ্ট করে দিলাম।" *মুসলিম-৬৪৪২*

৫০. মৃত্যু

৩৫৮. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "প্রত্যেকটি প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর, তোমরা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।" *সুরা আনকাবুত, ২৯:৫৭*

৩৫৯. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "তিনটি বস্তু মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে। দু'টি ফিরে আসে, আর একটি তার সঙ্গে থেকে যায়। তার পরিবারবর্গ, তার মাল ও তার আমল তার অনুসরণ করে। তার পরিবারবর্গ ও তার মাল ফিরে আসে, আর তার আমল তার সঙ্গে থেকে যায়।" *বুখারী-৬৫১৪*

৩৬০. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "যে তার রবের যিকির করে, আর যে যিকির করে না, তাদের উপমা হলো জীবিত ও মৃত ব্যক্তির ন্যায়।" *বুখারী-৬৪০৭*

৩৬১. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "তোমরা দুনিয়ার ভোগবিলাস ধ্বংসকারী মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ কর।" *তিরমিযী, নাসায়ী, মিশকাতুল মাসাবীহ-১৬০৭*

৩৬২. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "যখন মানুষ মারা যায় তখন তিন প্রকার আমল ব্যতীত তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। ১) সাদাকায়ে জারিয়া (মানুষ উপকৃত হয়, যেমন: পুকুর, দরিদ্রদের খাবারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি) অথবা ২) এমন ইলম যার দ্বারা উপকার সাধিত হয় অথবা ৩) নেককার সন্তান যে তার জন্য দু'আ করতে থাকে।" *মুসলিম-৪০৭৭*

৩৬৩. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "তোমাদের কেউ মৃত্যু কামনা করবে না। কেননা, সে যদি সৎকর্মশীল হয় তবে হয়ত সে (আরও) সৎকর্ম করবে। কিংবা, যদি সে পাপাচারী হয়, তাহলে হয়ত সে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করবে।" *বুখারী-৬৭৪১*

৩৬৪. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "তোমাদের মাঝে কোন লোক যেন কোন দুঃখ-কষ্টে জড়িয়ে পড়ার কারণে মৃত্যু কামনা না করে। বরং, সে যেন বলে, হে আল্লাহ্! যে পর্যন্ত বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হয় আমাকে সে পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখুন এবং আমার জন্য যখন মৃত্যু কল্যাণকর হয় তখন আমাকে মৃত্যু দান করুন।" *তিরমিজি-৯৭১*

৩৬৫. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "তোমরা মৃতদের গালমন্দ করো না। কেননা, তারা আপন কৃতকর্মের ফলাফল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।" *বুখারী-১৩৯৩*

৫১. সঙ্গী নির্বাচন

৩৬৬. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "(জাহান্নামিরা আফসোস করে বলবে) হায়, দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম!" *সুরা ফুরকান, ২৫:২৮*

৩৬৭. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "মানুষ তার বন্ধুর ধ্যান-ধারণার অনুসারী হয়ে থাকে। সুতরাং, তোমাদের সকলেরই খেয়াল রাখা উচিত সে কার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে।" *তিরমিযী-২৩৭৮*

৩৬৮. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ আতর বিক্রেতা ও কর্মকারের হাপরের ন্যায়। আতর বিক্রেতার থেকে শূন্য হাতে ফিরে আসবে না। হয় তুমি আতর খরিদ করবে, না হয় তার সুঘ্রাণ তো পাবেই। আর কর্মকারের হাপর হয় তোমার ঘর অথবা তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, না হয় তুমি তার দুর্গন্ধ তো পাবেই।" *বুখারী-২১০১*

৫২. আল্লাহ্র উপর ভরসা করা

৩৬৯. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের রবের উপর তাওয়াক্কুল করেছে, তাদের উপর (শয়তানের) কোন ক্ষমতা (সুলতানি) নেই। তার ক্ষমতা তো কেবল তাদের উপর, যারা তাকে (ওলি) অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যারা শির্ক করে।" *সুরা নাহল, ১৬:৯৯-১০০*

৩৭০. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "...আর যে আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার জন্য নিস্কৃতির পথ করে দেবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট... ।" *সুরা আত্‌-ত্বালাক, ৬৫:২-৩*

৩৭১. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, "...(হে নাবি) আর কাজে-কর্মে তাদের (মুমিনদের) সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর, আপনি কোন সংকল্প গ্রহণ করলে আল্লাহ্র প্রতি নির্ভর করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ (তাওয়াক্কুলকারীদের) নির্ভরশীলদের ভালবাসেন।" *সুরা আলে ইমরান, ৩:১৫৯*

৩৭২. আনাস ইবন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল: ইয়া রাসুলাল্লাহ, উট বেধে রেখে তাওয়াক্কুল করব না ছেড়ে দিয়ে তাওয়াক্কুল করব? তিনি বললেন: বেঁধে রেখে তাওয়াক্কুল করবে। (অর্থাৎ, সর্বাত্মক চেষ্টা করার পর আল্লাহ্র উপর ভরসা করা)। *তিরমিযী-২৫১৯*

৫৩. দু'আ

৩৭৩. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির দু'আ কবুল হয়ে থাকে। যদি সে তাড়াহুড়া না করে আর বলে যে, আমি দু'আ করলাম কিন্তু আমার দু'আ তো কবুল হলো না।" *বুখারী-৬৩৪০*

৩৭৪. রাসুলুল্লাহ সা. এই দু'আ অধিক পাঠ করতেন, "হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত (দৃঢ়) রাখো।" *তিরমিযী-২১৪০*

৩৭৫. একদা আবু বকর সিদ্দীক রা. বলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাকে এমন একটা দু'আ পাঠের নির্দেশ দিন, যা আমি সকাল-সন্ধ্যা পড়তে পারি।' তখন নাবি সা. বলেন, তুমি বলবে, "হে আল্লাহ্! আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা, সব কিছুর রব ও মালিক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আমি আমার নফসের ক্ষতি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি; শয়তান ও তার সাথীদের ক্ষতি থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। নাবি সা. বলেন, 'তুমি সকালে ও সন্ধ্যায় এবং যখন ঘুমাতে যাবে, তখন এ দু'আ পাঠ করবে।" *আবু দাউদ-৪৯৮৩*

৩৭৬. রাসুলুল্লাহ সা. এই দু'আ পড়তে নির্দেশ দিতেন, "হে আল্লাহ্! আমি কৃপণতা থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি, আমি কাপুরুষতা থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি, আমি অবহেলিত বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি, আমি দুনিয়ার ফিতনা অর্থাৎ দাজ্জালের ফিতনা থেকেও আপনার আশ্রয় চাচ্ছি এবং আমি কবরের আযাব হতেও আপনার আশ্রয় চাচ্ছি।" *বুখারী-৬৩৬৫*